সহজ

তাইসীরুল মানতিক

সহজ তাইসীরুল মানতিক

মূল

হাফেজ মাওলানা মুহাঃ আব্দুল্লাহ গাঙ্গুহী (রহঃ)

ভাষান্তর

মাওলানা মুফ্‌তী আবুল বাশার নাজিরী

তাকমীল ও তাখাচ্ছুছ ফিল ফিকহিল ইসলামী-

জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬

সহজ তাইসীরুল মানতিক

মূল ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাঃ আব্দুল্লাহ গাঙ্গুহী (রহঃ)

ভাষান্তর ঃ মাওলানা মুফ্তী আবুল বাশার নাজিরী
তাকমীল ও ইফ্তা-
জামেয়া ইসলামিয়া গওহর ডাঙ্গা

প্রকাশনায় ঃ আশরাফিয়া বুক হাউস
ইসলামী টাওয়ার দোকান নং-৬
১১, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০১২ ঈসায়ী

বর্ণবিন্যাস ঃ নাজিরী গ্রাফ
মোবা ঃ ০১৯১৬ ৭০ ৮৫ ১৮

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

ইল্‌মে মানতিক একটি অনুধাবনগত বিষয়, যা বর্তমান যুগের ছাত্ররা মেধাগত দূর্ববলতা হেতু যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই ১৩৩৬ হিজরী সনে ভারতবর্ষের মোজাফফারনগর মাদ্রাসায়ে আরবিয়ার হাফেজ মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ সাহেব (রহঃ) কোমলমতি ছাত্রদের এ দুর্বলতা লাগবের উদ্দেশ্যে মূল আরবী ও ফারসী কিতাব হ'তে বাছাই করে মানতিকের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো সংক্ষেপে সহজ উর্দু ভাষায় রচনা করে "তাইসীরুল মানতিক" নামে নাম করণ করেন। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষি ছাত্রদের ভিনদেশী ভাষায় তা বুঝতে অনেক কষ্ট হয়। এ দুর্বোদ্যতা কাটিয়ে উঠতে ইতিমধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন। তার পরও ছাত্ররা ভাষাগত জটিলতা, কোথাও কোথাও ব্যাখ্যার অতি সংক্ষিপ্ততা ও অনুশিলনীর আলোচনাকে মূল সূত্রের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে।

বন্ধুমহলের অনেকের এবং ছাত্রদের পিড়াপিড়িতে নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও অনুবাদে হাত দেয়। সময়ের সল্পতা ও ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে তাড়াহুড়া করে লিখতে হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তার পরেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। অতএব, কোন সুহৃদ পাঠক ভুল-ত্রুটি অবগত হলে অধমকে জানাতে অনুরোধ রইল, ইনশা আল্লাহ পরবর্তি সময় সংশোধন করে দেয়া হবে।

দোয়া প্রার্থী-

অনুবাদক

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

تصوّر পর্ব

تصديقات পর্ব

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

علم - এর পরিচয় ও তার প্রকারভেদ ঃ

কোনো বস্তুর আকৃতি স্মৃতিতে স্পষ্ট হওয়াকে علم বলে।

যেমন: কেউ বলল 'যায়েদ' আর সাথে সাথে তোমাদের স্মৃতিতে 'যায়েদ'- এর আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। এটি 'যায়েদ' সম্পর্কিত علم [১]

◙ علم দুই প্রকার। যথা- ১. تصديق ২. تصور

(১) تصديق - এর পরিচয় ঃ "অমুক বস্তু অমুক বস্তুই" অর্থাৎ কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করাকে تصديق বলে।[২] যেমন: তুমি অবগত হলে- যায়েদ আমরের পিতা।

---

[১]. আয়নায় যেমন বস্তুসমূহের আকৃতি ভেসে উঠে, অনুরূপভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও স্মৃতিতে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর আকৃতি ভেসে উঠে। তবে পার্থক্য হলো, আয়নায় শুধু বস্তুসমূহের ছবিই ভেসে উঠে; কিন্তু মানুষের মনে বস্তু-অবস্তু সব কিছুরই ছবি বা আকৃতি ভেসে উঠে। যেমন: মনে কর, আমরা কোন একটি আওয়াজ শুনলেই বলতে পারি এটি কিসের আওয়াজ। পূর্বে দেখেছি এমন যে কোন একটা বিষয়কে অনুভব করতে পারি। এই যে বলতে পারা, বুঝতে পারা এবং অনুভব করতে পারার যে গুণটি আমাদের মাঝে আছে এটিকেই منطق বা তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় علم বলা হয়।

[২]. تصديق - এর পরিচয়লাভের উপায় ঃ جملة خبرية তথা এমন বাক্য, যার মধ্যে নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ কোন খবর পাওয়া যায়। (তাকে تصديق বলে)।

(২) تصور - এর পরিচয় ঃ تصديق এর মত নহে; বরং কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে অপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করাকে تصور বলে।[৩] যেমন: কেবল 'যায়েদ' বা 'যায়েদের গোলাম' বিষয়ক علم

অনুশীলনী

নিম্নের উদাহরণসমূহ থেকে চিন্তা-ভাবনা করে تصور ও تصديق বের কর।

১. যায়েদের ঘোড়া, ২. আমরের মেয়ে, ৩. আমর যায়েদের গোলাম, ৪. হয়ত বকর খালিদের ছেলে হবে, ৫. ঠাণ্ডা পানি, ৬. মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সত্য নবী, ৭. বেহেশ্‌ত সত্য, ৮. দোযখের শাস্তি, ৯. কবরের শাস্তি সত্য, ১০. মক্কা মুয়াজ্জমা।[৪]

---

[৩]. অর্থাৎ সকল একক শব্দ এবং এমন বাক্য বা বাক্যাংশ, যার মধ্যে নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ খবর পাওয়া যায় না। (তাকে تصور বলে)। যথা- ১. مفردات (একক শব্দ) যা মুরাক্কাব হয়নি, যেমন- যায়েদ, বকর, খালিদ। ২. مركبات ناقصه (অসম্পূর্ণ মুরাক্কাব) যা পূর্ণ বাক্য নয়। যথা- ক. مركب اضافى (সম্বন্দবাচক অপূর্ণ বাক্য) যেমন- যায়েদের গোলাম। খ. مركب توصيفى (গুণবাচক অপূর্ণ বাক্য) যেমন- ভাল টুপি। ৩. جملة انشاية (আদেশ/নিষেধবাচক বাক্য) যা পূর্ণ বাক্য হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত কোন খবর বহন করেনা। যথা- এদিকে এসো। ৪. جملة خبرية احتمالية (সন্দেহ সুচক খবরিয়া বাক্য) যা খবরিয়া হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ বাচক। যেমন- হয়ত যায়েদ এসেছে। ৫. جملة استفهامية (প্রশ্নবোধক বাক্য) যা কোন রূপ খবর বহন করেনা। যেমন- কিতাবটি কার? ইত্যাদি সবগুলো تصورات - এর অন্তর্ভূক্ত।

[৪] ১. 'যায়েদের ঘোড়া' এটি تصور কারণ, مركت اضافى (অপূর্ণ বাক্য) হয়েছে। ২. 'আমরের মেয়ে' এটিও تصور কারণ, مركب اضافى (অপূর্ণ বাক্য) হয়েছে। ৩. 'আমর যায়েদের গোলাম' এটি تصديق কারণ, جملة خبرية তথা নিশ্চিত অর্থবোধক পরিপূর্ণ বাক্য। ৪. 'হয়ত বকর খালিদের ছেলে' এটি تصور কারণ, যদিও এটি جملة خبرية হয়েছে কিন্তু সন্দেহসূচক। ৫. 'ঠান্ডা পানি' تصور কারণ,

দ্বিতীয় পাঠ

تصور ও تصديق - এর প্রকারভেদ

◻ **تصور দুই প্রকার**। যথা- ১. تصور بديهى ২. تصور نظرى

(১) تصور بديهى ঃ এমন বস্তুর জ্ঞান যার পরিচয় দিতে হয় না, পরিচয় দেওয়া ছাড়াই বুঝে আসে। যেমন- আগুন, পানি, গরম, ঠান্ডা। এ বস্তুগুলো এমন যে শ্রবণ করা মাত্রই বুঝে আসে পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না।

(২) تصور نظرى ঃ এমন বস্তুর জ্ঞান যা পরিচয় দেওয়া ব্যতীত বুঝে আসেনা। যেমন- ইসম, হরফ, মু'রাব, জ্বীন, ফেরেশ্‌তা, ভূত, দৈত্য।[১]

এটি مركب توصيفى (গুণবাচক অপূর্ণ বাক্য) হয়েছে। ৬. 'মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সত্য নবী' تصديق কারণ, এটি مركب تامه (নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ অর্থ বাহক বাক্য) হয়েছে। ৭. 'বেহেশ্‌ত সত্য' تصديق কারণ, এটিও مركب تام তথা পূর্ণ বাক্য। ৮. 'দোযখের শাস্তি' تصور কারণ, এটি مركب اضافى (অপূর্ণ বাক্য) হয়েছে। ৯. 'কবরের শাস্তি সত্য' تصديق কারণ, مركب تام তথা পূর্ণ বাক্য। ১০. 'মক্কা মুয়াজ্জমা' تصور কারণ, এটি مركب توصيفى (গুণবাচক অপূর্ণ বাক্য) হয়েছে।

[১]. ১.ইস্‌ম: যে শব্দ তিন কালের কোন কাল ব্যতীত নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করে। ২. ফেয়েল: যে শব্দ তিন কালের কোন এক কালসহ নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করে। ৩. হরফ: যে শব্দ অন্য শব্দের সহযোগিতা ব্যতীত নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। ৪. মু'রাব: কারণ বশত: যে শব্দের শেষে পরিবর্তন ঘটে। ৫. মাবনী: কোন অবস্থাতেই যে শব্দের শেষে পরিবর্তন ঘটে না। ৬. জ্বীন: আগুন দ্বারা সৃষ্ট অগ্নী শরীর বিশিষ্ট এক জাতি, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারন করতে পারে। এদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছে এবং এরা পানাহারও করে। ৭. ফেরেশ্‌তা: নূরের দ্বারা সৃষ্ট নূরানী দেহ বিশিষ্ট এক জাতি, যারা বিভিন্ন রূপ ধারন করতে পারে, তারা সদা আল্লাহর ইবাদতে রত, কখনো তাঁর অবাধ্য হয় না। তারা নারী-পুরুষ হয় না এবং পানাহারও করে না। ৮. ভূত: ভয়ংকর আকৃতি বিশিষ্ট জীব, যা রাতের অন্ধকারে দেখা যায়। ৯. দৈত্য: পুরুষ জ্বীন, এরা সাধারনত: দীর্ঘদেহী ও বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

তصديق ও অনুরূপভাবে দুই প্রকার। যথা- ১. تصديق بديهى ২
تصديق نظرى

(১) تصديق بديهى ঃ ঐ تصديق কে বলে যা বুঝতে দলীল প্রমাণে প্রয়োজন হয় না। যেমন- দুই চারের অর্ধেক। এক চারের চতুর্থাংশ।

(২) تصديق نظرى ঃ ঐ تصديق কে বলে যা বুঝতে দলীল প্রমাণে প্রয়োজন হয়। যেমন- পরী অস্তিত্বশীল,[২] পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচাল এক পবিত্র সত্ত্বা।[৩]

অনুশীলনী

নিম্নের উদাহরণগুলির কোনটি কোন প্রাকরের تصور ও تصديق বর্ণ কর।

১. পুলসিরাত, ২. জান্নাত, ৩. কবরের শাস্তি, ৪. চাঁদ, ৫. আকাশ ৬. দোযখের অস্তিত্ব আছে, ৭. আমল পরিমাপের পাল্লা, ৮. জান্নাতে খাযানা, ৯. আমরের পুত্র দাঁড়ানো, ১০. কাউসার জান্নাতের হাউজ ১১. সূর্য্য আলোকিত।[৪]

---

[২]. প্রমাণ ঃ 'পরী' জ্বীন জাতি, আর জ্বীন জাতির অস্তিত্ব আছে, সুতরাং পরীরও অস্তি আছে।

[৩]. প্রমাণ ঃ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক যদি একাধিক সত্তা হত, তবে তাদে মতবিরোধের কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবী যেহেতু ধ্বংস হচ্ছে ন সেহেতু বুঝা যায় এর সৃষ্টিকর্তা দুই-তিনজন নহে; বরং এক পবিত্র সত্তা।

[৪]. ১. পুলসিরাত: ২. জান্নাত: ৩. কবরের শাস্তি: ৭. আমল পরিমাপের পাল্লা: ৮ জান্নাতের খাযানা: এপাঁচটি تصور نظرى কেননা এগুলো পরিচয় ব্যতীত বুঝে আসে না ৪. চাঁদ: ৫. আকাশ: উদাহরণদ্বয় تصور بدهى কেননা তা শোনামাত্রই বুঝে আসে, পরিচ লাগেনা। ৬. দোযখের অস্তিত্ব আছে: ১০. কাওসার জান্নাতের হাউস: صديق نظرى কেননা এগুলো বুঝতে দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয়। ৯. আমরের পুত্র দাড়ানো: ১১ সূর্য্য আলোকিত: উদাহরণদ্বয় تصديق بدهى কেননা এগুলো বুঝতে দলীল প্রমাণে প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয় পাঠ

▣ نظر ، فکر ও منطق-এর পরিচয় এবং منطق - এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্যবিষয়

(আমরা জানি যে, কোন বিষয় জ্ঞাত হতে হলে প্রথমে তার পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্যবিষয় অবগত হতে হয়। নতুবা তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কাজেই এখন علم منطق - এর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তবে তার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা জেনে নিতে হবে। যথা-)

▣ **تعريف ও معرّف - دليل ও حجّت - এর পরিচয় ঃ** দুই বা ততোধিক জানা تصور কে একত্রিত করে কোনো অজানা تصور এর জ্ঞান লাভ হলে, সেই জানা تصور গুলোকে تعريف বা معرف বলে।

যেমন- حيوان (প্রাণী) সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, অনুরূপভাবে ناطق (বাকশক্তি সম্পন্ন) সম্পর্কেও ধারণা আছে। এ দু'টি জানা تصور কে যখন একত্রিত করব, তখন একটি অজানা تصور (অর্থাৎ حيوان ناطق - বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী) তথা انسان সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে।[১] এমনিভাবে দুই বা ততোধিক জানা تصديق কে একত্রিত করে কোন অজানা تصديق - এর জ্ঞান লাভ হলে, সেই জানা تصديق গুলোকে دليل বা حجت বলে। যেমন- আমরা সকলেই জানি যে, "মানুষ প্রাণশীল" এবং এটাও জানি যে, "প্রত্যেক প্রাণশীল বস্তুই শরীর বিশিষ্ট" এই জানা تصديق দু'টিকে যখন

---

১. উদাহরণটিতে حيوان ও ناطق এ দু'টি تصور হলো অজানা تصور তথা انسان - এর জন্যে تعريف বা معرّف

একত্রিত করব, তখন আমাদের একটি অজানা تصديق "মানুষ শরীর বিশিষ্ট" সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে।[২]

◙ نظر ও فكر - এর পরিচয় ঃ দুই বা ততোধিক জানা علم (জ্ঞান) কে একত্রিত করে কোন অজানা علم অর্জন করাকে نظر ও فكر বলে। তবে কখোনো এই জানা علم গুলোকে একত্রিত ও ترتيب (সুবিন্যস্ত) করতে গিয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। এই ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন যে علم - এর মাধ্যমে হয় তাকেই منطق বলে।

◙ منطق এর পরিচয় ঃ منطق ঐ ইলমকে বলে, যার মাধ্যমে কোন বিষয়ের تعريف ও دليل প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি থেকে বাঁচা যায়।

◙ منطق - এর উদ্দেশ্য ঃ نظر ও فكر বিশুদ্ধ হওয়া।

◙ منطق - এর আলোচ্য বিষয় ঃ (বস্তুতঃ কোনো শাস্ত্রে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, ঐ বিষয় বা বস্তুকে সেই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলে। সুতরাং) منطق - এর আলোচ্য বিষয় হল, ঐ সকল জানা تعريف ও دليل যার দ্বারা অজানা تصور এবং অজানা تصديق - এর জ্ঞান অর্জন হয়।

অনুশীলনী

১। نظر ও فكر - এর পরিচয় দাও। ২। منطق - এর পরিচয় বর্ণনা কর। ৩। منطق - এর উদ্দেশ্য কি? ৪। আলোচ্য বিষয় কাকে বলে? ৫। علم منطق - এর আলোচ্য বিষয় কি? বর্ণনা কর।

---

[২]. উদাহরণটিতে "মানুষ প্রাণশীল" এবং "প্রত্যেক প্রাণশীল বস্তুই শরীর বিশিষ্ট" এ দু'টি تصديق হলো অজানা تصديق তথা "মানুষ শরীর বিশিষ্ট"- এর জন্যে دليل বা حجّت

চতুর্থ পাঠ

دلالت ও وضع এর পরিচয় এবং دلالت - এর প্রকারভেদ

▣ دلالت - এর পরিচয় ঃ دلالت - এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পথ প্রদর্শন, রাস্তা দেখানো, নির্দশন, চিহ্ন। আর পরিভাষায় دلالت হলো- কোন বস্তু স্বভাবগতভাবে বা কারো নির্ধারণের কারণে এমন হওয়া যে, তার দ্বারা অন্য একটি অজানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হয়। প্রথম বস্তুটি তথা যার দ্বারা জ্ঞান অর্জন হলো তাকে دال বলে। আর যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হলো সে বিষয়টিকে مدلول বলে। যেমন- 'ধোঁয়া' যখন আমরা ধোঁয়া দেখি, তখন অবশ্যই আমাদের আগুন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয়। সুতরাং ' ধোঁয়া' হলো دال এবং আগুন হলো مدلول । আর ধোঁয়া এরূপ হওয়া যে, তার ইলম দ্বারা আগুনের জ্ঞান হলো এ প্রক্রিয়াকে বলে دلالت ।

▣ وضع - এর পরিচয় ঃ কোন বস্তুকে অপর কোন বস্তুর সাথে এমনভাবে নির্ধারণ করে দেয়া যে, প্রথম বস্তুর জ্ঞান অর্জন হওয়ার দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞানও অর্জন হয়ে যায়। প্রথম বস্তুটিকে موضوع আর দ্বিতীয় বস্তু যার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হলো তাকে موضوع لــه বলে। যেমন- 'চাকু' এ শব্দটি নির্ধারণ করা হয়েছে লোহা ও হাতল বিশিষ্ট ধারালো বস্তু বুঝানোর জন্যে। কাজেই 'চাকু' শব্দটি হলো موضوع আর হাতল ও লোহা হলো موضوع لــه । এভাবে একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর জন্যে নির্ধারণ করাকে وضع বলে।

▣ دلالت - এর প্রকারভেদ ঃ

دلالت দুই প্রকার। যথা- ১. دلالت لفظية ২. دلالت غير لفظية

(১) دلالت لفظية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال কোন لفظ[১] হবে। যেমন- 'زيد' একটি لفظ এবং এ لفظ টি নির্ধারণ করা হয়েছে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্যে।

(২) دلالت غير لفظية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال কোন لفظ হবে না। যেমন- 'ধোঁয়া'- এর دلالت আগুনের উপর। আমরা জানি ধোঁয়া কোন لفظ (শব্দ) নয়।

▣ دلالت لفظية - এর প্রকারভেদ ঃ

▣ دلالت لفظية তিন প্রকার। যথা- ১. وضعية ২. طبعية ৩. عقلية

(১) دلالت لفظية وضعية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال টি لفظ হবে এবং مدلول - এর উপর তার দালালত وضع (নির্ধারণ) করার কারণে হবে। যেমন- 'যায়েদ' শব্দটি ব্যক্তি যায়েদের উপর دلالت করে। কারণ, যায়েদ শব্দটিকে ব্যক্তি যায়েদের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি এমনটি না হত, তাহলে 'যায়েদ' শব্দটি 'ব্যক্তি যায়েদ' কে বুঝাতো না।

(২) دلالت لفظية طبعية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال টি لفظ হবে এবং مدلول - এর উপর তার দালালত স্বভাবগত কারণে হবে। যেমন- 'আহ! আহ!' শব্দদ্বয় ব্যাথ্যা-বেদনার উপর دلالت করে। কারণ, আমরা যখন ব্যথা-বেদনা, দু:খ-কষ্ট অনুভব করি, তখন স্বভাবগত কারণেই এই শব্দ উচ্চরণ করে থাকি।

(৩) دلالت لفظية عقلية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دالটি لفظ হবে এবং مدلول-এর উপর তার দালালত জ্ঞানগত কারণে হবে। যেমন- দেয়ালের অপর প্রান্ত থেকে শ্রুত (অর্থহীন) 'দায়েয' শব্দটি সেখানে

১. মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে لفظ (শব্দ) বলে।

বিদ্যমান থাকা একজন উচ্চরণকারীর উপর দালালত করে। এটা আমরা জ্ঞানগত কারণে বুঝতে সক্ষম হই।

▣ دلالت غير لفظية - এর প্রকারভেদ

▣ دلالت غير لفظية ও এমনিভাবে তিন প্রকার। যথা- ১. وضعية ২. طبعية ৩. عقلية

(১) دلالت غير لفظية وضعية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال টি لفظ হবে না এবং مدلول এর উপর তার দালালত وضع (নির্ধারণ) এর কারণে হবে। যেমন- কাগজের উপর অংকিত (যায়েদ) এর 'রেখাচিত্র' টির دلالت 'শব্দ-যায়েদ' এর উপর।

(২) دلالت غير لفظية طبعية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال টি لفظ হবে না এবং مدلول এর উপর তার দালালত طبع (স্বভাবগত) কারণে হবে। যেমন- ঘোড়ার হর্ষ ধ্বনি دلالت করে তার খাদ্য চাহিদার উপর।

(৩) دلالت غير لفظية عقلية ঃ ঐ دلالت কে বলে, যার মধ্যে دال টি لفظ হবে না এবং مدلول এর উপর তার দালালত عقل (জ্ঞানগত) কারণে হবে। যেমন- 'ধোঁয়া'- এর دلالت আগুনের উপর।

এখানে دلالت এর সর্বমোট ছয় প্রকার উল্লেখ করা হলো। এগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করে রাখবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত সুবিধার্থে دلالت - এর আলোচনার শেষে উহার প্রকারগুলি চিত্রাকারে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

(১) নিম্নের উদাহরণ সমূহের কোনটা কোন প্রকারের دلالت বর্ণনা কর এবং دال ও مدلول নির্ণয় কর।

(ক) 'মাথা নাড়ানো' হ্যাঁ বা না বুঝানোর জন্যে।[১] (খ) ট্রেন থামানোর জন্যে 'লাল পতাকা উত্তোলন করা'।[২] (গ) টেলিগ্রামের 'টরে টক্কর' আওয়াজ টেলিগ্রামের বিষয়-বস্তু বুঝায়।[৩] (ঘ) কলম, ব্লাকবোর্ড, মাদ্রাসা, যায়েদ, মানুষ।[৪] (ঙ) রোদ, সূর্য্য।[৫] (চ) উহঃ উহঃ।[৬]

(২) دلالت এর পরিচয় বর্ণনা কর। (৩) وضع কাকে বলে? পরিচয় দাও।

(৪) دلالت لفظية و غير لفظية এর পরিচয় দাও এবং উভয়ের প্রকারগুলি বর্ণনা কর।

পঞ্চম পাঠ

◻ دلالت لفظية وضعية এর প্রকারভেদ ঃ

---

(১) উদাহরণটির প্রথম অংশ 'মাথা নাড়ানো' এটি دال তবে لفظ নয়, দ্বিতীয় অংশ 'হ্যাঁ বা না বুঝানো' এটি مدلول । আর মাথা নাড়ানো দ্বারা হ্যাঁ বা না বুঝে আসাটা জ্ঞানগত, স্বভাবগত বা গঠনগত কারণে নয়। ফলে উদাহরণটি دلالت غير لفظية عقلية হয়েছে।

(২) এটি دلالت غير لفظية وضعية । 'লাল পতাকা উত্তোলন করা' دال । 'ট্রেন থামানো' مدلول ।

(৩) এটি دلالت غير لفظية وضعية । 'টেলিগ্রামের টরে টক্ক সংকেত' دال । 'বিষয় বস্তু' مدلول ।

(৪) এ গুলো دلالت لفظية وضعية । উল্লিখিত সবগুলো موضوع উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ موضوع لـه বুঝানো।

(৫) এটি دلالت غير لفظية عقلية । 'রৌদ্র' دال আর 'সুর্য্য' مدلول ।

(৬) উহঃ উহঃ এটি دلالت لفظية طبعية । 'উহঃ উহঃ' دال আর 'বেদনা' مدلول ।

◘ دلالت لفظية وضعية তিন প্রকার। যথা- ১. مطابقة ২. تضمن ৩. التزام

(১) دلالت مطابقة **ঃ** ঐ دلالت لفظية কে বলে, যার মধ্যে لفظ তার পূর্ণ موضوع لــه এর উপর দালালত করে।[১] যেমন- انسان - এর দালালত حيوان ناطق এর উপর। (حيوان ناطق [বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী] এটি انسان এর পূর্ণ موضوع لــه)।

(২) دلالت تضمن **ঃ** ঐ دلالت لفظية কে বলে, যার মধ্যে لفظ তার موضوع لــه এর অংশবিশেষের উপর দালালত করে।[২] যেমন- انسان বলে শুধু حيوان বা শুধু ناطق বুঝানো।

(৩) دلالت التزام **ঃ** ঐ دلالت لفظية কে বলে, যার মধ্যে لفظ তার موضوع لــه এর কোন لازم معنى -র উপর দালালত করে।[৩] যেমন- انسان এর দালালাত علم অর্জনের যোগ্যতার উপর।

অনুশীলনী

নিম্নে বর্ণিত دال ও مدلول সমূহ থেকে دلالت এর প্রকার নির্ণয় কর।

১. অন্ধ, চক্ষু। ২. লেংড়া, পা। ৩. বৃক্ষ, শাখা। ৪. বোঁচা, নাক। ৫.

---

[১]. অর্থাৎ, لفظ কে যে অর্থের জন্যে وضع করা হয়েছে, لفظ টি দ্বারা সে অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝে আসা। যেমন- انسان শব্দটি তার موضوع لــه - حيوان ناطق এর উপর পূর্ণরূপে দালালত করে।

[২]. অর্থাৎ, لفظ কে যে অর্থের জন্যে وضع করা হয়েছে, সে অর্থের কোন অংশের উপর দালালত করে। যথা- انسان শব্দটি দ্বারা তার পূর্ণ موضوع لــه - حيوان ناطق এর পরিবর্তে শুধু حيوان বা শুধু ناطق উদ্দেশ্য নেয়া।

[৩]. অর্থাৎ, لفظ কে যে অর্থের জন্যে وضع করা হয়েছে, সে অর্থের পূর্ণ বা আংশিক অর্থ ছাড়াই অন্য আবশ্যকীয় অর্থ বুঝালে তাকেই دلالت التزامى বলে। যেমন- মানুষ বললেই একথা বুঝে আসে যে তার মধ্যে علم অর্জনের যোগ্যতা আবশ্যকীয় ভাবে রয়েছে।

হিদায়া, রোযার অধ্যায়। ৬. হিদায়াতুন নাহু, প্রথম অধ্যায়। ৭. চাকু-তার হাতল।[৪]
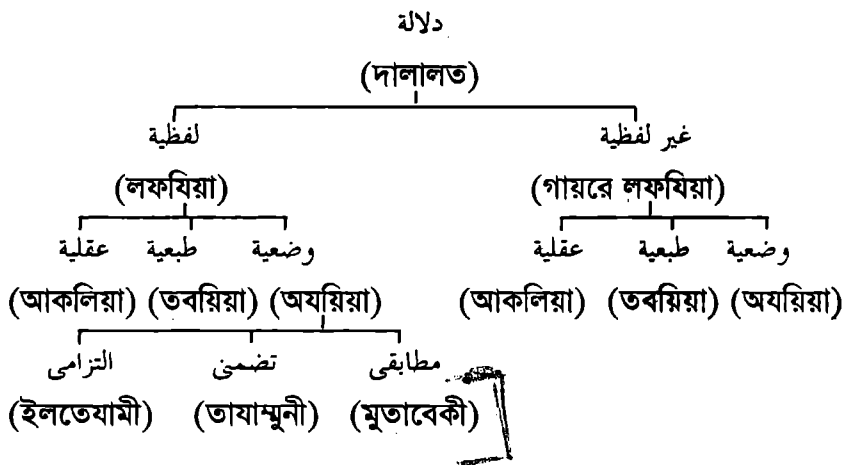
ষষ্ঠ পাঠ

مفرد ও مركب এর পরিচয় ঃ

مفرد ঃ مفرد এমন শব্দকে বলে, যার শব্দাংশ দিয়ে অর্থের অংশের دلالت হয় না। যেমন- 'যায়েদ' শব্দটির কোন অংশ দিয়ে 'ব্যক্তি যায়েদ'-

৪. উল্লিখিত প্রতিটির নির্ণিত রূপ- ১. دلالت التزامى কেননা, অন্ধ বুঝার জন্যে চোখ বুঝা لازم (আবশ্যক)। ২. دلالت التزامى কেননা, খোঁড়া বুঝার জন্যে পা বুঝা لازم (আবশ্যক)। ৩. دلالت تضمنى কেননা, শাখা বৃক্ষের একটি অংশ মাত্র। ৪. دلالت التزامى কেননা, বোঁচা বুঝার জন্যে নাকের ধারনা থাকা لازم (আবশ্যক)। ৫. دلالت تضمنى কেননা, রোযা অধ্যায় হিদায়া গ্রন্থের একটি অধ্যায় মাত্র। ৬. دلالت تضمنى কেননা, প্রথম অধ্যায় হেদায়াতুন নাহুর একটি অংশ মাত্র। ৭. دلالت تضمنى কেননা, হাতল চাকুর একটি অংশ।

এর কোন অংশ প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ, زيد শব্দটি দ্বারা ব্যক্তি যায়েদ উদ্দেশ্য নেয়া হলে তার অর্থ ز দ্বারা তার একটি অঙ্গ, ی দ্বারা অপর একটি অঙ্গ এবং د দ্বারা অন্য একটি অঙ্গ উদ্দেশ্য এমন নয়। এমনটি সম্ভবও নয়।

◻ مفرد এর প্রকারভেদ

◻ মুফরাদ চার প্রকার। যথা ঃ

(১) অংশহীন শব্দ, যার কোন অংশ হয় না। যেমন উর্দুতে ' کہ ' (কেহ), আর বাংলায় 'যে, মা' ইত্যাদি।[১]

(২) অংশ বিশিষ্ট শব্দ, তবে অংশগুলো পৃথকভবে অর্থবোধক নয়। যেমন انسان শব্দটি। এখানে ا- ن- س অক্ষরগুলোর পৃথকভাবে কোন অর্থ নেই।

(৩) সংযুক্ত শব্দ, অর্থাৎ, শব্দটি অংশ বিশিষ্ট হবে, প্রতিটি অংশ পৃথকভাবে অর্থবোধকও হবে। তবে, সংযুক্ত শব্দটি দ্বারা যে অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, পৃথকভাবে শব্দের অংশগুলো সে উদ্দেশ্যের কোন অংশের উপর دلالت করবে না। যেমন- عبد الله কোন ব্যক্তির নাম। এ নামের মধ্যে দুটি অংশ আছে ১. عبد ২. الله। প্রতিটি অংশই পৃথকভাবে অর্থবোধক, কিন্তু এটি যে ব্যক্তির নাম যুক্তশব্দটি পৃথকভাবে তার কোন অংশের উপর দালালত করছে না।

(৪) সংযুক্ত শব্দ, অর্থাৎ, শব্দটি অংশ বিশিষ্ট, প্রতিটি অংশ পৃথকভাবে অর্থবোধক এবং যে অর্থ উদ্দেশ্য তার অংশের উপরও দালালত করে। তবে, এ মুহূর্তে সেটি উদ্দেশ্য নয়। যেমন- ' حيوان ناطق ' শব্দটি দ্বারা যদি

---

[১]. প্রশ্ন হতে পারে যে, ' کہ ' কাফ ও হা দ্বারা গঠিত, অতএব 'হা' তার একটি অংশ বোঝা গেল এটি অংশহীন নয়। এর উত্তর হলো এখানে 'হা' অক্ষরটি کسره প্রকাশের জন্যে 'কাফ' ই মূল শব্দ।

কারো নাম রাখা হয়। তবে শব্দটির অংশগুলো পৃথকভাবে অর্থপূর্ণ এবং যে অর্থে শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার অংশের উপর শব্দের অংশ دلالت ও করে, কিন্তু ' حیوان ناطق ' দ্বারা কারো নাম রেখে দেয়ার ফলে এখন আর সে দালালত করা উদ্দেশ্য নয়, বিধায় مفرد হবে।

مرکب ঃ مرکب এমন শব্দকে বলে যার অংশ অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হবে। যেমন- زید کھڑا ہے (যায়েদ দাঁড়ানো) এখানে 'যায়েদ' দ্বারা ব্যক্তি যায়েদ কে এবং 'দাঁড়ানো' দ্বারা তার অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

অনুশীলনী

নিম্নের উদাহরণগুলোর মধ্যে مفرد ও مرکب নির্ণয় কর।

১. আহমদ। ২. মুজাফ্ফর নগর। ৩. ইসলামাবাদ। ৪. আব্দুর রহমান। ৫. জোহরের নামায। ৬. রমযানের রোযা। ৭. রমযান মাস। ৮. জামে মসজিদ। ৯. দিল্লীর জামে মসজিদ। ১০. আল্লাহর ঘর।[২]

সপ্তম পাঠ

▣ کلی ও جزئ এর আলোচনা

▣ مفهوم কোন বিষয় মনে আসাকে মাফহুম বলে। মাফহুম দুই প্রকার। যথা- ১. کلی ২. جزئ

▣ **جزئ এর পরিচয় ঃ** جزئ এমন মাফহুমকে বলে, যার মধ্যে কোন অংশিদার থাকবে না[৩] অর্থাৎ, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন- 'যায়েদ' একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম।

---

[২]. অনুশীলনীর মধ্যে বর্ণিত সবকটি উহাদরণ مفرد ।

[৩]. অর্থাৎ, কয়েকটি বস্তুর উপর ব্যবহার করার অবকাশ থাকবে না। যেমন- 'যায়েদ' একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সে বকর খালেদ বা ঘোড়া নয়।

◙ كلى এর পরিচয় ঃ كلى এমন মাফহুমকে বলে, যার মধ্যে অংশিদার থাকবে, অর্থাৎ, যা একাধিক বস্তুর উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন- 'মানুষ' বললে যায়েদ, ওমর, বকর সকলকেই বুঝায়। অর্থাৎ যায়েদ ওমর বকর সকলকে মানুষ বলা শুদ্ধ। كلى এর অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুকে جزئيات বা افراد বলে। যেমনঃ মানুষের افراد ও جزئيات হলো যায়েদ, ওমর, বকর ইত্যাদি। আর حيوان তথা প্রাণীর افراد ও جزئيات হলো মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি।

অনুশীলনী

নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে كلى ও جزئ নির্ণয় কর।[১]

(ক) ঘোড়া (খ) বকরী (গ) আমার বকরী (ঘ) যায়েদের গোলাম (ঙ) সূর্য্য (চ) এই সূর্য্য (ছ) আকাশ (জ) এই আকাশ (ঝ) সাদা চাদর (ঞ) কালো জামা (ট) তারকা (ঠ) দেয়াল (ড) এই মসজিদ (ঢ) এই পানি (ণ) আমার কলম।[২]

---

[১]. স্বরণ রাখতে হবে যে, كلى কে ইসমে ইশারা বা এজাফতের সাথে ব্যবহার করলে কিংবা মোনাদা বানানো হলে, তথা কোন প্রকার বিশেষণের সাথে বিশেষিত করলে তখন আর সে كلى থাকে না; বরং جزئ হয়ে যায়।

[২]. (ক) ও (খ) এদুটি كلى কেননা, এদের অনেক প্রজাতি থাকায় অংশীদারিত্ব রয়েছে। (গ) ও (ঘ) এদুটি جزئ কারণ, এদের মধ্যে কোন অংশীদারিত্ব নেই। (ঙ) সূর্য্যঃ এটি كلى কারণ, নির্দিষ্টতা বোধক কোন আলামত নেই তাই এটাকে كلى ধরে নিতে হবে এবং বলা হবে যে, সূর্য্যেরও প্রকার হতে পারে, যেমন- আসমানের সূর্য্য, কাগজ কিংবা দেয়ালে আঁকা সূর্য্য ইত্যাদি। এগুলো একটা অপরটার অংশিদার এ হিসেবে সূর্য একটি কুল্লি। (চ) এই সূর্য্যঃ এটি جزئ কারণ, অংশীদারিত্বের প্রমাণ নেই। (ছ) আকাশঃ كلى কারণ, এর মধ্যে নির্দিষ্ট বোধক কোন বিশেষণ নেই, আমরা জানি আসমান ৭টি। ফলে এখানে অংশীদারিত্ব প্রমাণ হচ্ছে। (জ) এই আকাশঃ جزئ কারণ, অংশীদারিত্বের প্রমাণ নেই। ঝ, ঞ, উভয়টি جزئ কারণ, অংশীদারিত্ব প্রমাণ হয় না। ট, ঠ উভয়টি كلى। ড,ঢ ও ণ এ তিনটি جزئ।

অষ্টম পাঠ

◙ حقيقت ও ماهيت এর পরিচয় এবং كلى এর প্রকারভেদ

◙ حقيقت ও ماهيت কোন বস্তুর ঐ মৌলিক উপাদানকে বলে, যার সংমিশ্রনে বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি তার কোন একটি উপাদান অনুপস্থিত থাকে তবে বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করতে পারবে না। যেমন- انسان (মানুষ) এর حقيقت বা ماهيت হলো حيوان ناطق।

◙ **عوارض ঃ** حقيقت তথা মৌলিক উপাদান ছাড়া অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বস্তুকে عوارض বলে। যেমন- মানুষ কালো, ফর্সা, জ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া মানুষের عوارض । কেননা এগুলোর উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

◙ **كلى এর প্রকরভেদ ঃ** كلى দুই প্রকার। যথা- ১. كلى ذاتى ২. كلى عرضى

(১) كلى ذاتى এর পরিচয় ঃ ঐ كلى কে বলে যে তার جزئيات এর পূর্ণ হাকিকত হবে অথবা পূর্ণ হাকিকত না হলেও হাকিকতের একটি অংশ হবে। প্রথমটির উদাহরণ হলো انسان এটি তার جزئيات তথা যায়েদ, ওমর, বকর-এর পূর্ণ হাকিকত। কারণ, যায়েদ, ওমর, বকরের হাকিকত হলো حيوان ناطق আর انسان অর্থও حيوان ناطق । দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো حيوان এটি তার جزئيات তথা মানুষ, গরু, ছাগল-এর হাকিকতের অংশ বিশেষ পূর্ণ হাকিকত নয়। কেননা মানুষের হাকিকত হলো حيوان ناطق এবং ছাগলের হাকিকত হলো حيوان ذورغا আর حيوان হলো حيوان ناطق এবং حيوان ذورغا এর অংশ বিশেষ।

(২) كلى عرضى এর পরিচয় ঃ كلى عرضى ঐ কুল্লীকে বলে যে তার

جزئيات এর পূর্ণ হাকিকত নয় বা হাকিকতের অংশও নয়; বরং সেটি হাকিকত বহির্ভূত অন্য কিছু। যেমন- ضاحك (হাস্যকার) এটি মানুষের হাকিকতও নয় হাকিকতের অংশও নয়; বরং এটি হাকিকত বহির্ভূত একটি জিনিস।

অনুশীলনী

নিম্নের উদাহরণসমূহের কোন كلى কার জন্যে ذاتى আর কার জন্যে عرضى তা নির্ণয় কর।

১. বর্ধনশীল শরীর, ২. আনার গাছ, ৩. মিষ্টি আনার, ৪. লাল আনার, ৫. প্রাণী, ৬. ঘোড়া, ৭. শক্তিশালী ঘোড়া, ৮. প্রশস্থ মসজিদ, ৯. শরীর, ১০. পাথর, ১১. শক্ত পাথর, ১২. লোহা, ১৩. চাকু, ১৪. ধারালো চাকু, ১৫. তলোয়ার, ১৬. ধারালো তলোয়ার।[১]

---

[১]. جسم نامى (বর্ধনশীল শরীর) এটি كلى ذاتى কারণ, এটি তার جزئيات (حيوان-شجر ইত্যাদি)-এর হাকিকতের অংশ বিশেষ। ২. درخت انار (আনার বৃক্ষ) كلى ذاتى কারণ, এটা তার جزئيات (সকল আনার বৃক্ষ)-এর মূল হাকিকত। ৩, ৪. كلى عرضى কারণ, এদু'টি তার جزئيات এর মূল হাকিকত বা হাকিকতের অংশ নয়। ৫. حيوان (প্রাণী) এটি كلى ذاتى কারণ, এটি তার جزئيات এর হাকিকতের অংশ। ৬. فرس (ঘোড়া) كلى ذاتى কারণ, এটি তার جزئيات এর মূল হাকিকত। ৭,৮. كلى عرضى কারণ, এদু'টি তার جزئيات এর হাকিকত বহির্ভূত। ৯. جسم (শরীর) كلى ذاتى কারণ, এটা তার جزئيات এর হাকিকতের অংশ। ১০, ১২, ১৩, ১৫ كلى ذاتى কারণ, এর প্রত্যেকটি স্ব স্ব جزئيات এর মূল হাকিকত। ১১, ১৪, ১৬ كلى عرضى কারণ, এর প্রত্যেকটি স্ব স্ব جزئيات এর মূল হাকিকত বা হাকিকতের অংশ বিশেষের কোনটিই নয়।

নবম পাঠ

▣ ذاتى ও عرضى এর প্রকারভেদ

▣ ذاتى তিন প্রকার। যথা- ১. جنس ২. نوع ৩. فصل

(১) جنس এর পরিচয় ঃ جنس ঐ كلى ذاتى কে বলে, যার প্রত্যেকটি جزئيات এর হাকিকত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- حيوان একটি جنس , এর جزئيات মুনুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি, প্রত্যেকটির হাকিকত ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ, মানুষের হাকিকত حيوان ناطق , গরুর হাকিকত حيوان ذوخوار এবং ছাগলের হাকিকত حيوان ذورغا ।

(২) نوع এর পরিচয় ঃ نوع ঐ كلى ذاتى কে বলে, যার প্রত্যেকটি جزئيات এর হাকিকত এক অভিন্ন। যেমন- انسان একটি نوع তার جزئيات হলো যায়েদ, ওমর, বকর ইত্যাদি, প্রত্যেকটির হাকিকত এক অভিন্ন।

(৩) فصل এর পরিচয় ঃ فصل ঐ كلى ذاتى কে বলে, যার প্রত্যেকটি جزئيات এর হাকিকত এক হবে এবং সে তার جزئيات এর হাকিকতকে অন্যান্য হাকিকত থেকে পৃথক করবে। যেমন- ناطق এটি انسان এর فصل । যা তার جزئيات যায়েদ, ওমর, বকরের উপর প্রযোজ্য হয় এবং انسان এর হাকিকতকে গরু, ছাগলের হাকিকত থেকে পৃথক করে দেয়।

▣ **كلى عرضى দুই প্রকার**। যথা- ১. خاصه ২. عرض عام

(১) خاصه এর পরিচয় ঃ خاصه ঐ كلى عرضى কে বলে, যে শুধু এক হাকিকত বিশিষ্ট افراد এর সাথে নির্দিষ্ট হবে। যেমন- ضاحك (হাস্যকর) মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং যায়েদ, ওমর, বকর ইত্যাদি এক হাকিকত বিশিষ্ট হওয়ায় তাদের সাথে নির্দিষ্ট।

(২) عرض عام **এর পরিচয় ঃ** عرض عام ঐ كلى عرضى কে বলে, যা বিভিন্ন হাকিকত বিশিষ্ট افراد উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- ماشى (পদচারী) যা মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি বিভিন্ন হাকিকত বিশিষ্ট افراد এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা সকলের মধ্যে পাওয়া যায়।

মোটকথা كلى পাঁচ প্রকার। যথা- ১. جنس ২. نوع ৩. فصل ৪. عرض عام ৫. خاصه

অনুশীলনী

নিচে একত্রে দুটি করে শব্দ দেয়া হয়েছে, এখন ভেবে-চিন্তে তোমাদের বলতে হবে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দের জন্যে পাঁচ কুল্লীর কোনটি হবে?

১. حيوان ، فرس ২. شجر انار ، جسم نامى ৩. حساس ، حيوان ৪. جسم مطلق ، فرس ৫. صاهل ، فرس ৬. انسان ، كاتب ৭. قائم ، انسان ৮. ماشى ، غنم ৯. ناهق ، حمار ১০. هندى ، انسان[১]

---

[১]. (১) فرس (ঘোড়া) এর জন্যে حيوان (প্রাণী) جنس কারণ, حيوان এর অনেক جزئيات আছে আর প্রত্যেকটির হাকিকত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন فرس এর হাকিকত হলো حيوان صاهل আর انسان এর হাকিকত হলো حيوان ناطق । সুতরাং ভিন্ন হাকিকত বিশিষ্ট جزئيات এর উপর প্রযোজ্য হয় বিধায় حيوان শব্দটি فرس এর জন্যে جنس হবে। (২) আনার বৃক্ষের জন্যে جسم نامى (বর্ধনশীল শরীর) جنس কেননা جسم نامى ভিন্ন ভিন্ন হাকিকত বিশিষ্ট جزئيات এর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- انسان-بقر-شجر (৩) حساس (অনুভূতি) এর জন্যে حيوان হাসো فصل কেননা, حساس শব্দটি حيوان কে 'অনুভূতিহীন' হাকিকত থেকে পৃথক করে দেয়। (৪) فرس (ঘোড়া) এর জন্যে صاهل হলো فصل কেননা صاهل ঘোড়াকে بقر ও غنم ইত্যাদির হাকিকত থেকে পৃথক করে দেয়। (৫) انسان এর জন্যে كاتب হলো فصل কেননা লেখক হওয়া মানুষের একটি
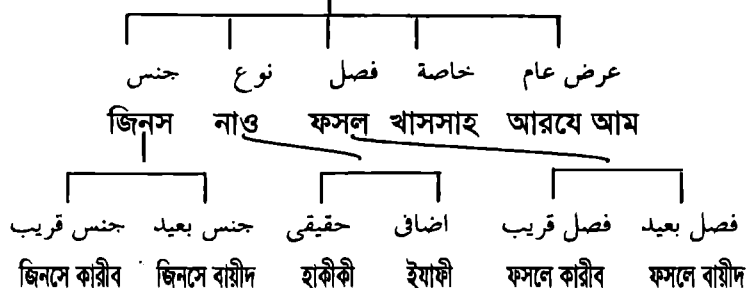
দশম পাঠ

ماهو এর পরিভাষা নিয়ে আলোচনা

জেনে রাখবে, মানতেক শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় এবং প্রচলিত পরিভাষায় ماهو দ্বারা কোন বস্তুর হাকিকত সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। যেমন- الانسان ماهو (মানুষ কি?) তখন উদ্দেশ্য হলো মানুষের হাকিকত কি?

যদি ماهو দ্বারা কোন বস্তুর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, তখন উদ্দেশ্য হবে বস্তুর নিজস্ব হাকিকতটি আর উত্তরে নির্দিষ্ট হাকিকতটি বলতে হবে। যেমন- কেউ প্রশ্ন করল, الانسان ماهو؟ অর্থাৎ, মানুষ কি? তখন উত্তরে বলতে হবে حيوان ناطق কেননা حيوان ناطق ই হলো মানুষের নিজস্ব বা নির্দিষ্ট হাকিকত।

বৈশিষ্ট্য। (৬) انسان এর জন্যে قائم হলো عرض عام কারণ, এটি মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশু-পাখির মধ্যেও পাওয়া যায়। (৭) فرس এর জন্যে جسم مطلق হলো جنس (৮) غنم এর জন্যে ماشى হলো عرض عام (৯) حمار এর জন্যে ناهق হলো فصل (১০) انسان এর জন্যে هندى হলো عرض عام ।

আর যদি দুই বা ততোধিক বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে উত্তরে এমন একটি হাকিকত বলতে হবে যে হাকিকতের সাথে সকলে শরীক। অর্থাৎ, এমন যৌথ অংশটি বলতে হবে, যে কয়টি অংশে ঐ বস্তুগুলো যৌথ, তার সবগুলো ঐ হাকিকতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, কোন যৌথ অংশ যেন তার বাহিরে না থাকে। যেমন- প্রশ্ন করা হলো الانسان و البقر و الغنم ماهم؟ অর্থাৎ,মানুষ, গরু, বকরী কি? তথা এগুলোর হাকিকত কি? তখন উত্তরে حيوان আসবে, جسم আসবে না। কারণ, حيوان ই সবগুলোর পরিপূর্ণ যৌথ হাকিকত। পক্ষান্তরে جسم হাকিকতটি প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তুর সাথে গাছ-পালা, পাথর ইত্যাদি বস্তুকেও অন্তুরর্ভূক্ত করে দেয়, সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তুগুলোর যৌথ হাকিকত جسم হবে না; বরং যৌথ হাকিকত حيوان ই হবে, এর মধ্যেই সকলের যৌথ অংশগুলো এসে যায়, যা جسم বললে আসে না। আর যদি প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তুর সাথে কোন গাছ যেমন আনার গাছ কে অন্তুরর্ভূক্ত করে প্রশ্ন করে, তাহলে উত্তরে جسم نامی বলতে হবে। কারণ, এমতাবস্থায় একমাত্র جسم نامی (বর্ধনশীল শরীর) ই উল্লেখিত বস্তুসমূহের যৌথ অংশ। আর যদি সেগুলোর সাথে 'পাথর' কেও অন্ত ভূর্ক্ত করে এভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, الانسان و البقر وشجرة الرمان و الحجر ماهم؟ অর্থাৎ, মানুষ, গরু, আনার বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির হাকিকত কি? তখন উত্তরে جسم বলতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে جسم ই সবকটির যৌথ হাকিকত।

অনুশীলনী

নিচের শব্দগুলোকে ماهو দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর কি হবে উল্লেখ কর।

১. ঘোড়া ও মানুষ। ২. ঘোড়া ও বকরী। ৩. আঙ্গুর গাছ ও পাথর। ৪. আসমান, যমীন ও যায়েদ। ৫. চন্দ্র, সূর্য্য ও আম গাছ। ৬. মাছি, চড়ুই

পাখি ও গাধা। ৭. মানুষ। ৮. ঘোড়া। ৯. গাধা। ১০. বকরী, ইট, পাথর, ঘর ও তারকা। ১১. পানি, বাতাস ও প্রাণী।[১]

একাদশ পাঠ

جنس ও فصل এর প্রকারভেদ

◙ جنس দুই প্রকার। যথা- ১. جنس قريب ২. جنس بعيد

(১) جنس قريب এর পরিচয় ঃ কোন ماهيت ও حقيقت এর ঐ جنس , যার দুই বা ততোধিক جزئيات নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে সেই جنس টিই আসবে তাকে جنس قريب বলে। যেমনঃ حيوان টি انسان এর جنس قريب , এবার حيوان এর যে কোনো দুই বা ততোধিক افراد তথা انسان، بقر، غنم ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে حيوان ই আসবে।

(২) جنس بعيد এর পরিচয় ঃ جنس بعيد কোন حقيقت ও ماهيت এর ঐ جنس , যার দুই বা ততোধিক جزء নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে সেই جنس আসা আবশ্যক নয়। বরং সেটিও আসতে পারে আবার অন্যটিও আসতে পারে। যেমনঃ جسم نامى হলো انسان এর جنس بعيد, এবার 'মানুষ, ঘোড়া,

---

[১]. অনুশীলনীর সমাধান ঃ ১. 'ঘোড়া ও মানুষ'-এর হাকিকত সম্পর্কে ماهو দ্বারা প্রশ্ন করা হলে উত্তরে حيوان আসবে। কারণ, حيوان হাকিকতের মধ্যে انسان ও فرس এর যৌথ অংশ যথা- جسم - نامى - حساس - متحرك بالاراده ইত্যাদি সবগুলোই শামিল আছে। ২. حيوان ৩, ৪, ৫. جسم ৬. حيوان ৭. حيوان ناطق ৮. حيوان صاهل ৯. حيوان ১০. ناهق ১১. جسم جوهر । বিঃদ্রঃ جوهر বলে, ঐ বিদ্যমান মুলধাতু বা বস্তুকে, যা কোন স্থানের মুক্ষাপেক্ষী নয়; বরং তা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন- احسام তথা দেহ সমূহ।

গাছ' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে جسم نامی আসে। পক্ষান্তরে মানুষ ও ঘোড়া নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে جسم نامی আসে না; বরং حیوان আসে।[১]

فصل দু'প্রকার। যথা- ১. فصل قريب ২. فصل بعيد

(১) فصل قريب এর পরিচয়ঃ فصل قريب কোন حقيقت ও ماهيت এর ঐ فصل , যেটি ঐ হাকিকতের جنس قريب এর মধ্যে শরীক جزئيات গুলোকে পৃথক করে দেয়। যেমনঃ মানুষ, গরু, ছাগল, গাধা ও ঘোড়া حيوان হওয়ার ক্ষেত্রে সকলে শরীক। আমরা জানি انسان এর হাকিকত حيوان ও ناطق সুতরাং حيوان হাকিকতটি انسان কে অপরাপর প্রাণীর সাথে শরীক করছে। পক্ষান্তরে ناطق হাকিকতটি انسان কে অপরাপর প্রাণী غنم - بقر ইত্যাদি থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। অতএব, ناطق হলো انسان এর فصل قريب ।

---

[১]. স্বরণ রাখতে হবে, جنس قريب কোন حقيقت/ماهيت এর ঐ جنس কে বলে যে جنس এর অধিনে ঐ حقيقت এর যে শরীক حقيقت সমূহ রয়েছে তার থেকে যে কোনটি কে ঐ হাকিকতের সাথে মিলিয়ে ماهو দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে প্রতিবারই ঐ جنس আসে, ভিন্ন কোন جنس আসেনা। আর যদি ঐ جنس ও অন্যান্য جنسও আসতে দেখা যায়, তবে সেটা جنس بعيد । যেমনঃ انسان এর জন্যে حيوان হলো جنس قريب কারণ, حيوان এর অধিনে انسان এর حقيقت/ماهيت সাথে শরীক বস্তু যথা- فرس-بقر-غنم ইত্যাদির যে কোনটিকে انسان এর সাথে মিলিয়ে ماهو দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে حيوان ছাড়া কিছুই আসেনা, অর্থাৎ, الانسان و الفرس ما هما؟ উত্তর هما حيوانان । পক্ষান্তরে انسان এর জন্যে جسم نامی হলো جنس بعيد কারণ, جسم نامی এর অধিনে انسان এর حقيقت/ماهيت এর সাথে শরীক বস্তু যথা- بقر-غنم- شجر ইত্যাদির যে কোনটিকে انسان এর সাথে মিলিয়ে ماهو দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে প্রতিবার جسم نامی আসবে না। যেমনঃ انسان এর সাথে شجر কে মিলিয়ে যদি বলা হয়- الانسان و الشجر ما هما؟ তখন উত্তর হবে جسم نامی । কিন্তু অপর শরীক غنم কে মিলিয়ে এভাবে প্রশ্ন করা হলে অর্থাৎ, الانسان و الغنم ما هما؟ তখন উত্তর কিন্তু جسم نامی হবে না; বরং حيوان হবে।

(২) فصل بعيد এর পরিচয় ঃ فصل بعيد কোন ماهيت এর ঐ فصل, যেটি ঐ মাহিয়াতের جنس بعيد এর মধ্যে শরীক جزئيات গুলোকে পৃথক করে দেয়। তবে جنس قريب এর মধ্যে শরীক গুলোকে পৃথক করে না। যেমনঃ حساس যা انسان এর فصل بعيد অর্থাৎ جسم نامى এর মধ্যে যেগুলো انسان এর সাথে শরীক ছিল, حساس সেগুলোকে انسان থেকে পৃথক করে দিয়েছে। কিন্তু حيوان এর মধ্যে যেগুলো শরীক তা থেকে পৃথক করে না। অতএব, حساس হলো انسان এর فصل بعيد।

অনুশীলনী

নিম্নে উল্লেখিত উদাহরণগুলো থেকে নির্ণয় করো কোনটি কার জন্যে جنس قريب ও جنس بعيد এবং فصل قريب ও فصل بعيد হয়েছে?

(১) ناطق (২) جسم نامى (৩) ناهق (৪) صاهل (৫) حساس (৬) نامى[১]

দ্বাদশ পাঠ

দুই كلى এর মাঝে পাস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা

যে কোন দুটি كلى এর মাঝে চার প্রকার نسبت (সম্পর্ক)-হতে যে কোন একটি نسبت (সম্পর্ক) থাকা আবশ্যক।

---

[১]. ১. ناطق হলো انسان এর فصل قريب । ২. جسم نامى হলো حيوان ও شجر এর ক্ষেত্রে جنس قريب । আর انسان- بقر- غنم ইত্যাদির جنس بعيد । ৩. ناهق হলো حمار এর فصل قريب । ৪। صاهل হলো فرس এর فصل قريب । ৫। حساس হলো حيوان এর فصل قريب ও انسان- غنم - بقر ইত্যাদির ক্ষেত্রে فصل بعيد । ৬. نامى হলো جسم نامى এর فصل قريب আর جسم এর فصل بعيد ।

نسبت চারটি হলো- (১) تساوی (২) تباین (৩) عموم خصوص مطلق (৪) عموم خصوص من وجه ।

(১) نسبت تساوی এর পরিচয় ঃ نسبت تساوی বলে দুই کلی এর মধ্যবর্তী এমন نسبت কে, যেখানে এক کلی অপর کلی এর প্রত্যেক فرد এর উপর প্রযোজ্য হবে। যেমনঃ انسان ও ناطق দুইটি کلی , এদের একটি অপরটির প্রত্যেক فرد এর উপর প্রযোজ্য। (অর্থাৎ, انسان এর উপর ناطق এর ব্যবহার যেরূপ প্রযোজ্য, তদরূপ ناطق এর উপর انسان এর ব্যবহারও প্রযোজ্য)। এ ধরনের দুটি کلی কে متساویین বলে।

(২) نسبت تباین এর পরিচয় ঃ نسبت تباین বলে দুই کلی এর মধ্যবর্তী এমন نسبت কে, যেখানে এক کلی অপর کلی এর কোন فرد এর উপর প্রযোজ্য হবে না। যেমনঃ انسان এবং فرس । এদুটি کلی হতে انسان টি যেমন فرس এর কোন فرد এর উপর প্রযোজ্য নয়, তেমনি فرس টিও انسان এর কোন فرد এর উপর প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ একটা অপরটার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত মুখি। এ ধরনের দুই کلی কে متبائین বলে।

(৩) عموم خصوص مطلق এর পরিচয় ঃ عموم خصوص مطلق বলে দুই کلی এর মধ্যবর্তী এমন نسبت কে, যেখানে প্রথম کلی টি দ্বিতীয় کلی -র সমস্ত فرد এর উপর প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দ্বিতীয় کلی টি প্রথম کلی -র সমস্ত فرد এর উপর প্রযোজ্য হবে না; বরং কতিপয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথম کلی কে عام مطلق আর দ্বিতীয়টিকে خاص مطلق বলে। যেমনঃ حیوان ও انسان । এদুটি کلی হতে حیوان টি انسان এর প্রত্যেক فرد এর উপর প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে انسان কুল্লিটি حیوان এর

প্রত্যেক فرد এর উপর প্রযোজ্য নয়। তবে কিছু কিছু فرد এর উপর প্রযোজ্য হয়। এক্ষেত্রে حيوان কে عام مطلق আর انسان কে خاص مطلق বলে।

(৪) عموم خصوص من وجه এর পরিচয় ঃ عموم خصوص من وجه বলে দুই كلى এর মধ্যবর্তী এমন نسبت কে, যেখানে উভয় كلى-র একটি অপরটির কিছু কিছু فرد এর উপর প্রযোজ্য হবে আর কিছুর উপর প্রযোজ্য হবে না। যেমনঃ حيوان ও ابيض (সাদা)। এখানে حيوان টিকে ابيض এর কতক فرد এর উপর প্রয়োগ করা যায় আর কতকের উপর যায় না। তদরূপ ابيض টিকেও حيوان এর কতক فرد এর উপর প্রয়োগ করা যায়, আর কতকের উপর যায় না। এদুটি কুল্লির প্রত্যেকটিকে عام من وجه এবং خاص من وجه বলে।

অনুশীলনী

নিম্নের كلى গুলোর পাস্পরিক نسبت (সম্পর্ক) বর্ণনা কর।

(১) حيوان - فرس (২) انسان - حجر (৩) جسم - حمار (৪) - اسود حيوان (৫) نامى - جسم نخل (৬) شجرة - حجر (৭) جسم - انسان غنم - حيوان (৮) انسان - رومى (৯) غنم - حمار (১০) فرس - صاهل (১১) - حساس ।[১]

---

[১]. (১) حيوان - فرس এ দুটির মাঝে عموم خصوص مطلق এর نسبت রয়েছে এবং حيوان টি عام مطلق আর فرس টি خاص مطلق । কেননা, حيوان কুল্লিটি فرس কুল্লির সমস্ত فرد এর উপর প্রযোজ্য। কিন্তু فرس কুল্লিটি حيوان কুল্লির প্রত্যেক

ত্রয়োদশ পাঠ

قول شارح বা معرف এর আলোচনা

▣ قول شارح বা معرف এর পরিচয় ঃ দুই বা ততোধিক জানা تصور কে একত্রিত করে অজানা تصور কে জানা গেলে সেই জানা تصور গুলোকে قول شارح বা معرف বলে। যেমনঃ حيوان ও ناطق এ দুটি تصور সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে, এখন যদি এই জানা تصور দুটিকে একত্রিত করি, তাহলে আমাদের انسان নামক একটি অজানা تصور এর জ্ঞান অর্জন হবে। তখন حيوان ناطق কে انسان এর معرف বা قول شارح বলা হবে।

▣ قول شارح বা معرف এর প্রকারভেদ ▣

▣ قول شارح বা معرف চার প্রকার। যথা- (১) حد تام (২) حد ناقص (৩) رسم تام (৪) رسم ناقص ।

فرد এর উপর প্রযোজ্য নয়। (২) انسان - حجر এ দুই কুল্লির মাঝে تباين এর نسبت রয়েছে। কেননা এ দুই কুল্লির একটিও অপরটির কোন فرد এর উপর প্রযোজ্য নয় না। (৩) جسم - حمار এ দুটি কুল্লির মাঝে عموم خصوص مطلق এর نسبت রয়েছে। جسم টি عام مطلق আর حمار টি خاص مطلق । (৪) এখানে عموم خصوص من وجه এর نسبت রয়েছে। কেননা কিছু প্রাণী কালো হয়, এমনিভাবে কিছু কালোও প্রাণী হয়। (৫) عموم خصوص مطلق । جسم نامی হলো عام مطلق আর شجرة نخل হলো خاص مطلق । (৬) عموم خصوص مطلق । جسم টি عام مطلق আর حجر টি خاص مطلق । (৭) نسبت تباين । (৮) عموم خصوص مطلق نسبت । انسان হলো عام مطلق এবং رومی হলো خاص مطلق (৯) نسبت تباين (১০) نسبت متساويين (১১) متساويين نسبت ।

(১) حد تام এর পরিচয় ঃ কোন বিষয়ের تعريف বা পরিচয় যদি ঐ বিষয়ের جنس قريب এবং فصل قريب দ্বারা দেয়া হয়, তাহলে তাকে حد تام বলে। যেমনঃ حيوان ناطق হলো انسان এর জন্যে حد تام ।[১]

(২) حد ناقص এর পরিচয় ঃ কোন বিষয়ের تعريف বা পরিচয় যদি ঐ বিষয়ের جنس بعيد এবং فصل قريب বা শুধু فصل قريب দ্বারা দেয়া হয়, তাহলে তাকে حد ناقص বলে। যেমনঃ جسم ناطق বা শুধু ناطق হলো انسان এর حد ناقص ।[২]

(৩) رسم تام এর পরিচয় ঃ কোন বিষয়ের تعريف বা পরিচয় যদি সেই বিষয়ের جنس قريب ও خاصة দ্বারা দেয়া হয়, তাহলে তাকে رسم تام বলে। যেমনঃ حيوان ضاحك হলো انسان এর رسم تام ।[৩]

(৪) رسم ناقص এর পরিচয় ঃ কোন বিষয়ের تعريف বা পরিচয় যদি সেই বিষয়ের جنس بعيد ও خاصه অথবা শুধু خاصه দ্বারা দেয়া হয়, তাহলে তাকে رسم ناقص বলে। যেমনঃ جسم ضاحك বা শুধু ضاحك হলো انسان এর জন্যে رسم ناقص ।[৪]

অনুশীলনী

নিম্নে বর্ণিত উদাহরণসমূহ থেকে معرف এর প্রকার নির্ণয় কর।

(১) جوهر ناطق (২) جسم نامى ناطق (৩) جسم حساس (৪) جسم

---

১. حيوان টি انسان এর جنس قريب আর ناطق টি انسان এর فصل قريب ।

২. جسم টি انسان এর جنس بعيد আর ناطق টি انسان এর فصل قريب ।

৩. حيوان টি انسان এর جنس قريب আর ضاحك টি انسان এর خاصه ।

৪. جسم টি انسان এর جنس بعيد আর ضاحك টি انسان এর خاصه ।

(৮) جسم ناهق (৭) حيوان ناهق (৬) حيوان صاهل (৫) متحرك بالاراده (৯) حساس (১০) ناطق (১১) الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد الفعل كلمة دلت على معنى فى نفسها مقترن باحد الازمة الثلاة[১]

---

১. (১) انسان এর حد ناقص। কেননা جوهر হলো انسان এর جنس بعيد তার ناطق হলো انسان এর فصل قريب। বিধায় এটি انسان এর حد ناقص তথা অসম্পূর্ণ পরিচয়। (২) এটিও انسان এর حد ناقص। কেননা جسم نامى হলো انسان এর جنس بعيد আর ناطق হলো انسان এর فصل قريب। বিধায় এটিও انسان এর حد ناقص তথা অসম্পূর্ণ পরিচয়। (৩) এটি কোন সঠিক تعريف নয়। কেননা حساس হলো عرض عام আর عرض দ্বারা কোন প্রকার تعريف বা পরিচয় গঠিত হয় না। (৪) এটিও কোন সঠিক تعريف নয়। কারণ, متحرك بالاراده ও একটি عرض عام। (৫) এটি فرس এর حد تام। কেননা حيوان হলো فرس এর جنس قريب আর صاهل হলো فرس এর فصل قريب। বিধায় এটি فرس এর حد تام বা পূর্ণ পরিচয়। (৬) এটি حمار এর حد تام। কেননা حيوان হলো حمار এর جنس قريب আর ناهق হলো حمار এর فصل قريب। এভাবে এটি حمار এর حد تام বা পূর্ণ পরিচয়। (৭) এটি حمار এর حد ناقص। কেননা جسم হলো حمار এর جنس بعيد আর ناهق হলো حمار এর فصل قريب। (৮) এটি কোন সঠিক تعريف নয়। কারণ, حساس হলো عرض عام আর عرض দ্বারা কোন প্রকার تعريف বা পরিচয় গঠিত হয় না। (৯) এটি انسان এর حد ناقص। কেননা ناطق হলো انسان এর فصل قريب। এখানে শুধু فصل قريب টিই উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় এটি حد ناقص। (১০) এটি الكلمة এর حد تام। কেননা لفظ হলো الكلمة এর جنس قريب আর وضع لمعنى مفرد হলো الكلمة এর فصل قريب। এভাবে এটি الكلمة এর حد تام বা পূর্ণ সংজ্ঞা হয়েছে। (১১) এটি الفعل এর حد تام। কেননা كلمة হলো الفعل এর جنس قريب আর دلت على معنى فى نفسها مقترن باحد الازمة الثلاثة হলো الفعل এর فصل قريب। এভাবে এটি الفعل এর حد تام বা পূর্ণ সংজ্ঞা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

تصديقات পর্ব

প্রথম পাঠ

دليل তথা حجة এর আলোচনা

◙ دليل তথা حجة এর পরিচয় ঃ দুই বা ততোধিক জানা تصديق কে একত্রিত করে অজানা تصديق অর্জন করা গেলে, সে জানা تصديق গুলোকে دليل বা حجة বলে। যেমনঃ আমাদের জানা আছে যে, 'মানুষ جاندار' এবং 'প্রত্যেক جاندار বস্তু শরীর বিশিষ্ট'। এ দুটি জানা تصديق পরস্পর মিলানোর দ্বারা এ কথাও জ্ঞাত হলো যে, 'মানুষ শরীর বিশিষ্ট'।

দ্বিতীয় পাঠ

قضية এর আলোচনা

◙ قضية- র পরিচয় ঃ قضية ঐ مركب শব্দকে বলে, যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়। যেমনঃ যায়েদ দাঁড়ানো।

◙ قضية- র প্রকারভেদ ঃ

◙ قضية দুই প্রকার। যথা- ١. قضية حملية ٢. قضية شرطية

(১) قضية حملية এর পরিচয় ঃ قضية حملية ঐ قضية কে বলে, যা দুটি مفرد নিয়ে গঠিত হয় এবং তাতে একটি বস্তু অপরটির জন্যে ثبوت হবে। অথবা

একটি অপরটি থেকে نفی হবে। যেমনঃ [১] 'যায়েদ দাড়ানো', এখানে যায়েদের জন্যে দাঁড়ানো ثابت করা হয়েছে। আর [২] 'যায়েদ আলেম নয়', এখানে যায়েদ থেকে علم কে نفی করা হয়েছে। প্রথমটিকে موجبه (হ্যাঁ বাচক) এবং দ্বিতীয়টিকে سالبه (না বাচক) বলে।

◘ قضية حملية -র প্রথম অংশকে موضوع এবং দ্বিতীয় অংশকে محمول বলে। আর উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনকারী শব্দকে رابطه বলে। যেমনঃ 'যায়েদ দাঁড়ানো আছে', এ قضية এর মধ্যে 'যায়েদ' موضوع এবং 'দাঁড়ানো' محمول আর 'আছে' رابطه।

◘ قضية حملية- র প্রকারভেদ ঃ

◘ قضية حملية চার প্রকার। যথা- ১. مخصوصه বা شخصية ২. طبعية ৩. مهمله ৪. محصوره

(১) قضية مخصوصة (شخصية) ঃ ঐ قضية কে বলে, যার موضوع হবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু। যেমনঃ زید قائم ہے 'যায়েদ দাঁড়ানো আছে'।[১] এই قضية-র موضوع "যায়েদ" একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

(২) قضية طبعية ঃ ঐ قضية حملية কে বলে, যার موضوع হবে كلى , এবং হুকুম হবে كلى এর مفهوم এর উপর। افراد এর উপর নয়। যেমনঃ انسان نوع ہے 'মানুষ এক জাতী'।[২] এখানে انسان হলো موضوع এবং كلى আর হুকুম হয়েছে انسان এর مفهوم এর উপর, افراد এর উপর হয়নি।

---

১. এটি موجبه আর سالبه হলো- زید قائم نہیں ہے 'যায়েদ দাঁড়ানো নয়'।

২. এটি موجبه এর উদাহরণ। سالبه এর উদাহরণ হলো انسان فرد نہیں ہے 'মানুষ একক সত্তা নয়'।

(৩) قضية محصوره : ঐ قضية حملية কে বলে, যার موضوع হবে كلى এবং হুকুম হবে كلى এর افراد এর উপর। সাথে সাথে হুকুমটা كلى এর সমস্ত افراد এর উপর না-কি কতিপয়ের উপর সেটা উল্লেখ থাকবে। যেমনঃ ہر انسان جاندار ہے (প্রতিটি মানুষ প্রাণী)।[৩] লক্ষ কর, এই قضية حملية এর موضوع হয়েছে انسان, এটি كلى এবং جاندار হওয়ার হুকুমটি كلى এর প্রত্যেক فرد এর উপর হয়েছে।

▣ قضية محصورة এর প্রকারভেদ

▣ قضية محصورة চার প্রকার। যথা- ১. موجبه كليه ২. موجبه جزئيه ৩. سالبه كليه ৪. سالبه جزئيه সবগুলোকে একত্রে محصورة اربعة বলে।

{১} موجبه كلية এর পরিচয় : موجبه كليه ঐ قضيه محصوره কে বলে, যার মধ্যে محمول টি موضوع এর প্রত্যেক افراد এর উপর ثابت হবে। যেমনঃ ہر انسان جاندار ہے "সমস্ত মানুষ প্রাণশীল"।

{২} موجبه جزئيه এর পরিচয় : موجبه جزئيه ঐ قضيه محصوره কে বলে, যার মধ্যে محمول টি موضوع এর কতিপয় افراد এর উপর ثابت হবে। যেমনঃ بعض جاندار انسان ہیں "কতিপয় প্রাণী মানুষ"।

{৩} سالبه كليه এর পরিচয় : سالبه كليه ঐ قضيه محصوره কে বলে, যার মধ্যে محمول টি موضوع এর প্রত্যেক فرد থেকে نفى করা হয়েছে। যেমনঃ کوئی انسان پتھر نہیں " কোন মানুষ পাথর নয়"।

---

৩. এটি موجبه এর উদাহরণ। سالبه এর উদাহরণ হলো کوئی انسان پتھر نہیں 'কোন মানুষ পাথর নয়'।

{৪} سالبه جزئيه এর পরিচয় ঃ سالبه جزئيه ঐ قضيه محصوره কে বলে, যার মধ্যে محمول টি موضوع এর কতিপয় افراد থেকে نفى করা হয়েছে। যেমনঃ بعض جاندار انسان نہیں "কতিপয় প্রাণী মানুষ নয়"।

(৪) قضيه مهمله এর পরিচয় ঃ مهمله ঐ قضيه حمليه কে বলে, যার محمول টি موضوع এর জন্যে ثابت অথবা نفى হবে, কিন্তু موضوع এর সকল افراد এর জন্যে না কিছু افراد এর জন্যে, তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা থাকবে না। যেমনঃ انسان جاندار ہے "মানুষ প্রাণশীল" অথবা انسان پتھر نہیں "মানুষ পাথর নয়"।

অনুশীলনী

নিম্নে বর্ণিত قضيه গুলোর প্রকার নির্ণয় কর।

১। আমর মসজিদে আছে, ২। حيوان একটি جنس ৩। প্রত্যেক ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি করে, ৪। কোন গাধা প্রাণহীন নয়, ৫। কতক মানুষ লেখক, ৬। কতক মানুষ মূর্খ, ৭। প্রত্যেক ঘোড়া শরীর বিশিষ্ট, ৮। কোন পাথর মানুষ নয়, ৯। প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল, ১০। প্রত্যেক অহংকারী লাঞ্ছিত, ১১। প্রত্যেক বিনয়ী সম্মানী, ১২। প্রত্যেক লোভী অপদস্ত হয়।[১]

---

[১]. (১) قضيه مخصوصه বা قضيه شخصيه , কারণ, موضوع নির্দিষ্ট ব্যক্তি। (২) قضيه طبعيه , কারণ, موضوع হয়েছে كلى আর হুকুম হয়েছে كلى এর مفهوم এর উপর। (৩) قضيه محصورهٔ موجبه كليه , কারণ, হ্রেষাধ্বনী محمول টি ঘোড়া موضوع এর সকল افراد এর জন্যে ثابت হয়েছে। (৪) قضيه محصورهٔ سالبه كليه । কারণ, محمول কে موضوع এর প্রত্যেক فرد থেকে نفى করা হয়েছে। (৫) قضيه محصورهٔ موجبهٔ جزئيه । কেননা محمول টি موضوع এর কিছু افراد এর জন্যে ثابت করা হয়েছে। (৬) قضيهٔ موجبهٔ جزئيه

তৃতীয় পাঠ

قضيه شرطيه এর আলোচনা

◙ **قضيه شرطيه এর পরিচয় ঃ** قضيه شرطيه ঐ قضيه কে বলে, যা দুটি قضيه দ্বারা গঠিত হয়। যেমনঃ "যদি সূর্য্য উদিত হয় তাহলে দিন হবে"। এখানে 'সূর্য্য উদিত হয়' একটি قضيه, আর 'দিন হবে' দ্বিতীয় قضيه। অথবা "যায়েদ হয়ত শিক্ষিত, নতুবা যায়েদ অশিক্ষিত" এখানে 'যায়েদ শিক্ষিত' একটি قضيه, আর 'যায়েদ অশিক্ষিত' অপর قضيه।

প্রকাশ থাকে যে, قضيه شرطيه এর প্রথম অংশকে مقدم আর দ্বিতীয় অংশকে تالى বলে।

◙ قضيه شرطيه এর প্রকারভেদ

◙ قضيه شرطيه দু'প্রকার। যথা- ১. متصله ২. منفصله

(১) شرطيه متصله এর পরিচয় ঃ ঐ قضيه شرطيه কে বলে, যা দু'টি قضيه দ্বারা গঠিত হবে এবং একটি قضيه কে মেনে নিলে দ্বিতীয় قضيه এর উপর

محصورهٔ। ৫ নং এর অনুরূপ। (৭) موجبهٔ كليه । কেননা محمول কে موضوع এর প্রত্যেক فرد এর জন্য ثابت করা হয়েছে। (৮) سالبهٔ كليه । কেননা, محمول কে موضوع এর প্রত্যেক فرد থেকে نفى করা হয়েছে। (৯) موجبهٔ كليه । কেননা محمول কে موضوع এর প্রত্যেক فرد এর জন্যে ثابت করা হয়েছে। (১০, ১১, ১২) সব কটি উদাহরণ موجبهٔ كليه । কেননা সবগুলিতে محمول কে موضوع এর প্রত্যেক فرد এর জন্যে ثابت করা হয়েছে।

হয়ত ثبوت এর হুকুম হবে অথবা نفى এর হুকুম হবে। যদি ثبوت এর হুকুম হয়, তাহলে তাকে متصله موجبه বলা হবে। যেমনঃ "যদি যায়েদ মানুষ হয় তবে সে প্রাণশীলও হবে" লক্ষ কর- এই قضيه টিতে যায়েদ মানুষ হওয়ার ভিত্তিতে তার উপর প্রাণশীল হওয়ার হুকুম করা হয়েছে। আর যদি نفى এর হুকুম হয়, তাহলে তাকে متصله سالبه বলা হবে। যেমনঃ "এমন হতে পারে না যে, যায়েদ মানুষ হলে, সে ঘোড়া হবে"। লক্ষ কর- এ বাক্যে যায়েদ 'মানুষ' হওয়ার কারণে ঘোড়া হওয়াকে نفى করা হয়েছে।

(২) شرطيه منفصله এর পরিচয় ঃ شرطيه منفصله ঐ قضيه شرطيه কে বলে, যে قضيه এর মধ্যে পরস্পর দু'টি বস্তুর মাঝে 'ভিন্নতা' ثابت করা হবে, অথবা 'ভিন্নতা' نفى (নাকচ) করা হবে। এবার যদি 'ভিন্নতা' সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাকে منفصله موجبه বলা হবে। যেমনঃ "এ বস্তু হয়ত 'গাছ' হবে, অথবা 'পাথর' হবে"। قضيه টিতে গাছ এবং পাথরের মাঝে ভিন্নতা ثابت করা হয়েছে। কারণ, একটি বস্তু একই সাথে কোনভাবেই গাছ ও পাথর হতে পারে না। আর যদি 'ভিন্নতা' نفى (নাকচ) করা হয়, তাহলে তাকে منفصله سالبه বলা হবে। যেমনঃ "হয়ত সূর্য্য উদিত হয়েছে নতুবা দিন বিদ্যমান আছে"। এমন বলা যাবে না। কেননা দিন ও সূর্য্যের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই; বরং একটি অপরটির নিত্যসাথী।

◙ شرطيه متصله এর প্রকারভেদ

◙ شرطيه متصله দুই প্রকার, যথা- ১. لزوميه ২. اتفاقيه

(১) متصليه لزوميه এর পরিচয় ঃ متصليه لزوميه ঐ قضيه কে বলে, যে قضيه-র مقدم ও تالى - র মাঝে এমন একটি সম্পর্ক থাকবে যে, প্রথমটি পাওয়া গেলে দ্বিতীয়টি অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেমনঃ "যদি সূর্য্য উদিত

হয়, তাহলে দিন হবে"।

(২) متصله اتفاقيه এর পরিচয় ঃ متصله اتفاقيه ঐ قضيه شرطيه متصله কে বলে, যে قضيه -র مقدم ও تالى-র মাঝে متصله لزوميه এর মত সম্পর্ক থাকবে না; বরং ঘটনাক্রমে উভয় قضيه একত্রিত হয়ে যাবে। যেমনঃ "মানুষ যদি প্রাণশীল হয়, তাহলে পাথর প্রাণহীন"[১]

◘ شرطيه منفصله এর প্রকারভেদ

◘ شرطيه منفصله দু'প্রকার। যথা- ১. عناديه ২. اتفاقيه

(১) منفصله عناديه এর পরিচয় ঃ منفصله عناديه ঐ قضيه شرطيه কে বলে, যার مقدم ও تالى এর মধ্যে সত্তাগত ভিন্নতার দাবি রয়েছে। যেমনঃ "সংখ্যাটি হয়ত জোড় হবে, অথবা বেজোড় হবে"। এখানে 'জোড়' ও 'বেজোড়' এমন দুটি مقدم ও تالى , যারা সত্তাগতভাবে ভিন্নতার দাবি রাখে, কখোনো এক বস্তুর মাঝে একত্রিত হবে না।

(২) منفصله اتفاقيه এর পরিচয় ঃ منفصله اتفاقيه ঐ قضيه شرطيه কে বলে, যার مقدم ও تالى এর মধ্যে সত্তাগত কোন ভিন্নতা নাই। তবে ঘটনাক্রমে উভয় قضيه এর মাঝে ভিন্নতা হয়ে গেছে। যেমনঃ "যায়েদ লিখতে জানে, কবিতা আবৃত্তি করতে জানে না"। সুতরাং এভাবে বলা যাবে যে, "যায়েদ লেখক অথবা কবি", অর্থাৎ দু'টির যে কোন একটি।

---

[১]. এখানে ঘটনাক্রমে দু'টি قضيه একত্রিত হয়েছে। বস্তুত: কোন মানুষ প্রাণশীল হওয়ার উপর পাথর প্রাণহীন হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা যদি পাথর প্রাণহীন নাও হতো তবুও মানুষ প্রাণশীল, আর পাথর প্রাণহীন হওয়াতেও মানুষ প্রাণশীল। পক্ষান্তরে لزوميه এর উদাহরণে সূর্যোদয় ও দিন হওয়ার ব্যাপারটি এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা সূর্যোদয় ব্যতীত দিন হতেই পারেনা।

মূলতঃ লেখা ও কবিতা আবৃত্তির মধ্যে পরস্পর কোন ভিন্নতা নেই। কেননা অনেক লোক লিখতেও জানে এবং কবিতা আবৃত্তি করতেও জানে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যায়েদের মধ্যে লেখার ও কবিতা আবৃত্তি করার গুণদু'টি একত্রিত হয়নি।

প্রকাশ থাকে যে, شرطيه منفصله আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. حقيقيه ২. مانعة الجمع ৩. مانع الخلو

(১) **حقيقية ঃ** حقيقية ঐ قضيه شرطيه منفصله কে বলে, যার مقدم ও تالى এর মাঝে এমন বৈপরিত্ব ও বিছিন্নতা থাকবে যে, উভয়টি কোন বস্তুর মধ্যে একসাথে একত্রিতও হবে না, আবার একসাথে পৃথকও হতে পারবে না। অর্থাৎ, একটি হলে অপরটি অবশ্যই হবে না আর একটি না হলে অপরটি অবশ্যই হতে হবে। তবে এটাও হবে না, ওটাও হবে না, এমন কখোনোই হবে না। যেমনঃ "এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় হবে অথবা বেজোড়"। একই সংখ্যা একত্রে জোড় হবে আবার বেজোড় হবে এমন হবে না। এমনিভাবে জোড় বা বেজোড় কোনোটিই হবে না এমনটিও নয়।

(২) **مانعة الجمع ঃ** مانعة الجمع ঐ قضيه منفصله কে বলে, যার مقدم ও تالى একসঙ্গে একটি বস্তুর মধ্যে একত্রিত হতে পারবে না। তবে কোনো বস্তু হতে উভয়টি একত্রে পৃথক হতে পারবে। যেমনঃ কোন বস্তু সম্পর্কে বলা হলো যে, "এটি হয়ত গাছ অথবা পাথর"। লক্ষ করো- একটি বস্তু "গাছ আবার পাথর" উভয়টি হতে পারে না। অবশ্য উভয়টির কোনটিই না হয়ে অন্য কিছু হবে এমন হওয়া সম্ভব। যেমনঃ মানুষ, ঘোড়া ইত্যাদির কোনটি হলো।

(৩) **مانعة الخلو ঃ** مانعة الخلو ঐ قضيه منفصله কে বলে, যার مقدم ও تالى এক **বস্তুর** থেকে একত্রে পৃথক হতে তো পারবে না, তবে مقدم ও تالى **উভয়টি** এক বস্তুর মধ্যে একত্রিত হতে পারবে। যেমনঃ "যায়েদ

পানির মধ্যে আছে কিন্তু ডুবে যাচ্ছে না"। লক্ষ কর- এখানে 'পানিতে থাকা' এবং 'ডুবে না যাওয়া' এ দু'টি قضيه যায়েদ থেকে একসাথে পৃথক হতে পারে না, কেননা এ দু'টিকে একসাথে পৃথক করলে অর্থ দাঁড়াবে 'যায়েদ পানিতে নেই' তবে 'ডুবে যাচ্ছে' এতে কথাটি অবান্তর হয়ে যায়। তবে দু'টিকে একত্র করা সম্ভব, আর তখন অর্থ দাঁড়াবে- 'পানিতে আছে' তবে ডুবে যাচ্ছে না; বরং সাতার কাটছে। তখন কথাটি বাস্তব সম্মত ও যথার্থ হবে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত قضيه গুলোর কোনটি কোন প্রকারের قضيه ? شرطيه না حمليه شرطيه হলে متصله না منفصله ? এমনিভাবে حمليه হলে متصله না منفصله ? ভেবে-চিন্তে নির্ণয় কর।

(১) যদি এ বস্তুটি ঘোড়া হয় তবে অবশ্যই শরীর বিশিষ্ট। (২) এ বস্তুটি ঘোড়া অথবা গাধা। (৩) এ বস্তুটি প্রাণশীল অথবা সাদা। (৪) যদি ঘোড়া হ্রেষাধ্বনীকারী হয়, তবে মানুষ শরীর বিশিষ্ট। (৫) যায়েদ হয়ত আলেম অথবা মূর্খ। (৬) আমর কথা বলে অথবা বোবা। (৭) বকর কবি অথবা লেখক। (৮) যায়েদ ঘরে বা মসজিদে। (৯) খালেদ অসুস্থ অথবা সুস্থ। (১০) যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে অথবা বসে আছে। (১১) এমনটি সম্ভব নয় যে, যদি রাত হয় তাহলে সূর্য্য উদিত হবে। (১২) যদি সূর্য্য উদিত হয় তাহলে পৃথিবী আলোকিত হবে। (১৩) যদি অজু করো তবে নামায শুদ্ধ হবে। (১৪) যদি ঈমানের সাথে নেক আমল করো তবে জান্নাতে যাবে। (১৫) মানুষ ভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগা।[১]

---

[১]. (১) قضيه شرطيه متصله موجبه لزوميه (২) قضيه شرطيه منفصله موجبه مانعة الجمع (৩) قضيه شرطيه منفصله موجبه اتفاقيه (৪) قضيه شرطيه متصله موجبه عناديه (৫) قضيه شرطيه منفصله موجبه عناديه (৬) قضيه شرطيه منفصله موجبه عناديه (৭) قضيه شرطيه منفصله موجبه اتفاقيه (৮, ৯, ১০) قضيه شرطيه منفصله موجبه عناديه (১১) قضيه شرطيه متصله اتفاقيه (১২, ১৩, ১৪) قضيه شرطيه متصله موجبه لزوميه (১৫) قضيه شرطيه منفصله عناديه
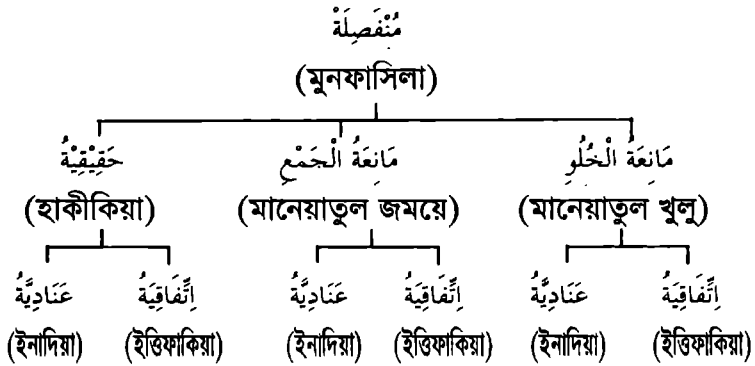
চতুর্থ পাঠ

تناقض এর আলোচনা

◘ تناقض এর পরিচয় ঃ যখন দু'টি قضيه এর একটি موجبه এবং অপরটি سالبه হবে এবং একটিকে সত্য বললে অপরটিকে অবশ্যই মিথ্যা বলতে হবে। দু'টি قضيه এর এমন বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে تناقض বলে এবং প্রত্যেক قضيه কে অপর قضيه এর نقيض ও একত্রে দুটোকে نقيضين বলে। যেমনঃ "যায়েদ আলেম, যায়েদ আলেম নয়" এ দুটো قضيه এমন যে, যদি একটি সত্য হয় তবে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। উভয়ের এ বিরোধকে تناقض বলে। যে দুটো قضيه এর মধ্যে تناقض হয়, সে দুটো এক সঙ্গে একত্রিতও হবেনা, আবার এক সাঙ্গে পৃথকও হবে না। যেমন উল্লেখিত উদাহরণ "যায়েদ আলেম" ও "আলেম না"। এ দুটো এক সাথে হওয়াও সম্ভব নয়, তদরূপ একত্রে পৃথক হওয়াও সম্ভব নয়।

◘ تناقض কখন হয়?

দু'টি قضيه مخصوصه এর মঝে تناقض তখনই হবে, যখন উভয় قضيه পরস্পর আটটি বিষয়ে অভিন্ন হবে। অর্থাৎ, দুই قضيه এর মাঝে تناقض হওয়ার শর্ত ৮টি। যথাক্রমে-

(১) উভয় قضيه এর موضوع এক হতে হবে। যদি موضوع পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে تناقض হবে না। যেমন ঃ "যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে এবং যায়েদ দাঁড়িয়ে নেই"। এই দুই قضيه এর মাঝে تناقض আছে। পক্ষান্তরে যদি বলা হয়, "যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে এবং ওমর দাঁড়িয়ে নেই"। তাহলে এ দুই قضيه এর মাঝে تناقض নেই। কেননা উভয়ের موضوع ভিন্ন, বিধায় উভয়টি সত্য হতে পারে।

(২) উভয় قضيه এর محمول এক হবে। যদি محمول এক না হয় তবে تناقض হবে না। যেমনঃ "যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে, সে বসে নেই"। এ দুই قضيه এর মাঝে تناقض নেই। কেননা محمول ভিন্ন।

(৩) উভয় قضيه এর مكان (স্থান) এক হতে হবে। যদি স্থান এক না হয় তাহলে تناقض হবে না। যেমনঃ যায়েদ মসজিদে বসা আছে এবং যায়েদ ঘরে বসে নেই"। এ দুই قضيه এর মাঝে تناقض হয়নি। কেননা مكان ভিন্ন।

(৪) উভয় قضيه এর زمان (সময়-কাল) এক হতে হবে। যদি সময়-কাল এক না হয় তাহলে تناقض হবে না। যেমনঃ যায়েদ দিনের বেলা দাঁড়ানো, সে রাতের বেলা দাঁড়ানো নয়। এ দুই قضيه এর মাঝে تناقض হয়নি। কেননা সময়-কাল এক নয়। বিধায় উভয়টি সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

(৫) উভয় قضيه এর قوة ও فعل এক হতে হবে।[১] অর্থাৎ, যদি এক قضيه এর মধ্যে দেখানো হয় যে, محمول –(بالفعل) এ মুহূর্তে موضوع এর জন্যে প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় قضيه এর মধ্যে দেখানো হয় যে, ঐ محمول টি (بالفعل) এ মুহূর্তে موضوع এর জন্যে প্রমাণিত নয়। তদরূপ এক قضيه এর মধ্যে প্রমাণ করা হলো যে, محمول টি (بالقوة) ভবিষ্যতে موضوع এর জন্যে

---

১. قوة অর্থ ভবিষ্যত সক্ষমতা, আর فعل অর্থ বর্তমান সক্ষমতা।

প্রমাণিত। অর্থাৎ, موضوع এর মধ্যে محمول প্রমাণিত হওয়ার শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে। আর দ্বিতীয় قضيه এর মধ্যে দেখানো হলো ঐ محول টি (بالقوة) ভবিষ্যতে موضوع এর জন্যে প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ, موضوع এর মধ্যে محمول প্রমাণিত হওয়ার শক্তি ও যোগ্যতা নেই। তাহলে تناقض হবে অন্যথায় হবে না।

মোটকথাঃ محمول টি موضوع এর জন্যে এ মুহূর্তে প্রামাণিত, محمول টি موضوع এর জন্যে এ মুহূর্তে প্রমাণিত নয়। তদরূপ محمول টি ভবিষ্যতে موضوع এর জন্যে প্রমাণিত, محمول টি موضوع এর জন্যে ভবিষ্যতে প্রমাণিত নয়। কথাটি এমন হলে تناقض হবে অন্যথায় হবে না।

যেমনঃ এ বোতলের মদে (بالقوة) ভবিষ্যতে নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, এ বোতলের মদে بالفعل এক্ষুনি নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ, বোতলটির মদে ভবিষ্যতে নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, বর্তমানে নেই। তাহলে উভয়ের মাঝে تناقض হবে না। কেননা উভয়ের মধ্যে সত্য-মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য যদি এমন করে বলে যে, "এ বোতলের মদে (بالقوة) ভবিষ্যতে নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, এ বোতলের মদে (بالقوة) ভবিষ্যতে নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই"। তাহলে উভয় قضيه এর মাঝে تناقض হবে। কেননা একই সাথে একই ব্যাপারে দু'টি কথা সত্য হতে পারে না। তদরূপ যদি বলে, "এ বোতলের মদে (بالفعل) এক্ষুনি নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, এ বোতলের মদে (بالفعل) এক্ষুনি নেশা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই" তাহলেও উভয় قضيه এর মাঝে تناقض হবে। কেননা এদু'টি কথাও একত্রে সত্য হতে পারে না।

(৬) উভয় قضيه এর شرط এক হতে হবে। যদি شرط অভিন্ন না হয়, تناقض হবে না। যেমনঃ যায়েদ 'যদি লেখে', তাহলে তার আঙ্গুল নড়ে,

আর 'যদি না লেখে', তাহলে নড়ে না। এখানে تناقض হয়নি; কেননা শর্ত এক থাকেনি।

(৭) উভয় قضيه এর جزء ও كل এক হতে হবে।[১] অর্থাৎ, যদি এক قضيه এর محمول কে পূর্ণ موضوع এর জন্যে ثابت করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় قضيه এর মধ্যেও তদরূপ করতে হবে। আর যদি এক قضيه এর মধ্যে موضوع এর নির্দিষ্ট কোন অংশের জন্যে محمول কে ثابت করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় قضيه -এর মধ্যেও ঐ নির্দিষ্ট অংশের জন্যে ثابت করতে হবে। যদি এমনটি না হয়; বরং এক قضيه এর মধ্যে তো পূর্ণ موضوع এর জন্যে محمول কে ثابت করা হয়েছে, আর অপর قضيه এর মধ্যে موضوع এর অংশ বিশেষের জন্যে محمول কে ثابت করা হয়েছে। তাহলে تناقض হবে না। যেমনঃ বলা হলো যে, 'হাবশী কালো', 'হাবশী কালো না' এ দুই قضيه -এর মধ্যে উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, হাবশীর বিশেষ অঙ্গ কালো, হাবশীর ঐ অঙ্গটিই কালো নয়। তাহলে تناقض হবে। কেননা উদাহরণের প্রথম قضيه টি সত্য, কারণ, হাবশী লোকের দাঁত সাদা। দ্বিতীয়টি মিথ্যা। আর যদি প্রথম قضيه এর মধ্যে এই উদ্দেশ্য নেয় যে, হাবশীর সবকিছু কালো, আর দ্বিতীয়টি মধ্যে উদ্দেশ্য নিল সব কালো না, তাহলেও تناقض হবে। কেননা এখানে দ্বিতীয় قضيه টি সত্য, কারণ, হাবশীর সবকিছু কালো না। আর প্রথমটি মিথ্যা, কারণ, তার কিছু সাদা আছে যেমন দাঁত। পক্ষান্তরে যদি প্রথম قضيه (হাবশী কালো) দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তার কিছু অঙ্গ কালো এবং দ্বিতীয় قضيه (হাবশী কালো না) দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তার সবকিছু কালো না। তাহলে উভয় قضيه সত্য হবে, তখন আর تناقض থাকবে না।

---

১. جزء অর্থ আংশিক কিছু কিছু, আর كل অর্থ সমষ্টিগত, পূর্ণ।

(৮) উভয় قضيه এর اضافت এক হতে হবে। অর্থাৎ, এক قضيه এর মধ্যে محمول এর সম্পর্ক যে বস্তুর দিকে হবে, দ্বিতীয় قضيه এর মধ্যেও محمول এর সম্পর্ক সেই বস্তুর দিকে করতে হবে। তাহলে تناقض হবে। অন্যথায় تناقض হবে না। যেমনঃ "যায়েদ আমরের পিতা, যায়েদ আমরের পিতা না" এখানে تناقض হবে। কেননা উভয়টিতে محمول (পিতা)-র সম্পর্ক আমরের দিকে করা হয়েছে। আর যদি বলা হয় যে, যায়েদ আমরের পিতা, যায়েদ বকরের পিতা নয়"। তাহলে تناقض হবে না। কেননা উভয়টির محمول এর সম্পর্ক এক বস্তুর দিকে নয়। বিধায় উভয়টি সত্য হতে পারে।

মোটকথাঃ উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমাদের স্পষ্ট হলো যে, দু'টি কযিয়ায়ে মাখছুছার মধ্যে তানাকুয হতে হলে আটটি বিষয়ে অভিন্ন হতে হবে। সংক্ষেপে আটটি হল- ১। موضوع ২। محمول ৩। مكان ৪। زمان ৫। قوة - فعل ৬। شرط ৭। كل - جزء ৮। اضافت ৮টি শর্তকে একত্রে وحدت ثمانية বলে। জনৈক কবি وحدت ثمانيه কে এভাবে কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন-

در تناقض ہشت وحدت شرط داں ☆ وحدت محمول و موضوع و مکان
وحدت شرط و اضافت جزو کل ☆ قوت و فعل است در آخر زماں

অর্থ ঃ তানাকুযের মধ্যে ৮টি শর্ত রাখিবে স্বরণ
মাওযু, মাহমুল হতে হবে এক, ভুলোনা মাকান
শর্ত ও এজাফতের সাথে জুয-কুল করিও বরণ
কুউয়াত ও ফে'ল দ্বারা পূর্ণ হয়ে,৭ থেকে যায় জামান ॥

অনুশীলনী

নিম্নে বর্ণিত قضيه গুলোর نقيض উল্লেখ কর এবং একত্রে লিখিত দুইটি قضيه এর মধ্যে تناقض হয়েছে কিনা? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কি কারণে হয়নি বল।

(১) প্রতিটি ঘোড়া প্রাণশীল। ২। বকরী কতিপয় প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। ৩। কোন মানুষ গাছ নয়। ৪। আমর সমজিদে আছে আমর ঘরে নেই। ৫। বকর যায়েদের পুত্র, বকর আমরের পুত্র নয়। ৬। ইংরেজ ফর্সা, ইংরেজ ফর্সা নয়। ৭। প্রত্যেক মানুষ শরীর বিশিষ্ট। ৮। কিছু সাদা প্রাণশীল। ৯। কিছু প্রাণশীল গাধা নয়। ১০। কিছু মানুষ লেখক। ১১। কিছু বকরী কালো নয়। ১২। যায়েদ রাতে ঘুমায়, যায়েদ দিনে ঘুমায় না।[১]

---

[১]. (১) এটি موجبه كليه এর نقيض হলো سالبه جزئيه অর্থাৎ কিছু ঘোড়া প্রাণশীল নয়। (২) موجبه جزئيه এর نقيض হলো سالبه كليه অর্থাৎ কোনো বকরী প্রাণশীলের অন্তর্ভূক্ত নয়। (৩) سالبه كليه এর نقيض হলো موجبه جزئيه অর্থাৎ কিছু মানুষ গাছ। (৪) এ দু'টি قضيه এর মাঝে تناقض হয়নি। কারণ, مكان এক হয়নি। (৫) এ দু'টি قضيه এর মাঝে تناقض হয়নি। কারণ, اضافت এক হয়নি। (৬) এ দু'টি قضيه এর মাঝে تناقض হয়েছে। কারণ, محمول এক হয়েছে। (৭) موجبه كليه এর نقيض হলো سالبه جزئيه অর্থাৎ কিছু মানুষ শরীর বিশিষ্ট নয়। (৮) موجبه جزئيه এর نقيض হলো سالبه كليه অর্থাৎ সকল সাদা প্রাণশীল নয়। (৯) سالبه جزئيه এর نقيض হলো موجبه كليه অর্থাৎ সকল প্রাণশীল গাধা। (১০) موجبه جزئيه এর نقيض হলো سالبه كليه অর্থাৎ সকল মানুষ লেখক নয়। (১১) سالبه جزئيه এর نقيض হলো موجبه كليه অর্থাৎ সকল বকরী কালো। (১২) এ দু'টি قضيه এর মাঝে تناقض হয়নি। কারণ, زمان এক হয়নি।

পঞ্চম পাঠ

عكس مستوى এর আলোচনা

▣ **عكس مستوى এর পরিচয় ঃ** عكس مستوى বলে কোন قضيه এর প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশ এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে রূপান্তরিত করাকে। অর্থাৎ, قضيه টিকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া। তবে এমন পদ্ধতিতে উল্টাতে হবে যে, যদি পূর্বের قضيه সত্য হয় তবে উল্টানোর পরেও তা সত্য থাকবে এবং প্রথমটি যদি موجبه হয় তাহলে দ্বিতীয়টাও موجبه হবে। প্রথমটা سالبه হলে দ্বিতীয়টাও سالبه হবে। আর পরিবর্তীত قضيه কে পূর্বেরটার عكس مستوى বলে। যেমনঃ 'প্রত্যেক মানুষ প্রাণী', এর বিপরীত হবে 'কিছু প্রাণী মানুষ'। তবে 'প্রত্যেক প্রাণী মানুষ' এমনটি বলা যাবে না। কেননা এটা ভুল। এজন্যে موجبه كليه এর عكس হবে موجبه جزئيه এবং سالبه كليه এর عكس হবে سالبه كليه ই। যেমনঃ 'কোন মানুষ পাথর নয়' এর عكس হবে ' কোন পাথর মানুষ নয়' ধরা হবে। আর سالبه جزئيه এর عكس সব সময় আবশ্যকিয় ভাবে আসে না। লক্ষ কর- 'কিছু প্রাণী মানুষ নয়' এটি سالبه جزئيه এর عكس 'কিছু প্রাণী মানুষ নয়' এটি سالبه جزئيه এর عكس যদি 'কিছু মানুষ প্রাণী নয়' ধরা হয়, তবে সঠিক হবে না।

অনুশীলনী

নিম্ন লিখিত قضيه সমূহের عكس বর্ণনা কর।

১। প্রতিটি মানুষ শরীর বিশিষ্ট। ২। কোন গাধা প্রাণহীন নয়। ৩। কোন ঘোড়া জ্ঞান সম্পন্ন নয়। ৪। প্রত্যেক লোভী অপদস্ত। ৫। প্রত্যেক অল্পেতুষ্ট

ব্যক্তি প্রীয়। ৬। প্রত্যেক নামাযী সিজদাকারী। ৭। প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাসী। ৮। কিছু মুসলমান বেনামাযী। ৯। কিছু মুসলমান রোযা রাখে। ১০। কিছু মুসলমান নামায পড়ে।[১]

ষষ্ঠ পাঠ

حجة এর প্রকারভেদ

(حجة এর পরিচয় ইতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)

◙ حجة তিন প্রকার। যথা- ১. قياس ২. استقراء ৩. تمثيل

(১) قياس এর পরিচয় ঃ قياس এমন কতগুলো সম্মিলিত কথাকে বলে, যা দুই বা ততোধিক قضيه দ্বারা গঠিত হয়। যদি এই قضيه গুলো মেনে নেয়া হয়, তাহলে আরো একটি قضيه কেও মেনে নিতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে মেনে নেয়া قضيه কে نتيجه قياس বলে। যেমনঃ প্রথম قضيه - প্রতিটি মানুষ প্রাণী। দ্বিতীয় قضيه - প্রত্যেক প্রাণী শরীর বিশিষ্ট। এ দু'টিকে মেনে নিলে, এটাও মেনে নিতে হবে যে, 'প্রতিটি মানুষ শরীর বিশিষ্ট'। এখানে প্রথমুক্ত قضيه দু'টোকে قياس আর তৃতীয় قضيه টিকে نتيجه قياس বলা হবে।

---

১. (১) এর عكس مستوى হবে 'কিছু শরীর বিশিষ্ট বস্তু মানুষ'। (২) এর عكس مستوى হবে কোন প্রাণহীন গাধা নয়। (৩) এর عكس مستوى হবে 'কোন জ্ঞানী ঘোড়া নয়। (৪) এর عكس مستوى হবে কিছু অপদস্ত লোভী। (৫) এর عكس مستوى হবে কিছু প্রীয় অল্পেতুষ্ট। (৬) এর عكس مستوى হবে কিছু সিজদাকারী নামাযী । (৭) এর عكس مستوى হবে কিছু একাত্ববাদে বিশ্বাসী মুসলমান। (৮) এর عكس مستوى হবে 'কিছু বেনামাযী মুসলমান '। (৯) এর عكس مستوى হবে কিছু রোযা পালনকারী মুসলমান। (১০) এর عكس مستوى হবে কিছু নামাযী মুসলমান।

স্মরণ রাখতে হবে যে, نتیجه এর موضوع (انسان) কে اصغر এবং محمول (جسم) কে اکبر বলে। আর যে সকল قضيه দ্বারা قياس গঠিত হয় তাকে مقدمه বলে। যেমনঃ উল্লেখিত উদাহরণে "প্রতিটি মানুষ প্রাণী" হলো একটি مقدمه এবং "প্রতিটি প্রাণী শরীর বিশিষ্ট" হলো দ্বিতীয় مقدمه । যে مقدمه এর মধ্যে اصغر (নতিজার موضوع) উল্লেখ থাকে তাকে صغری এবং যে مقدمه এর মধ্যে اکبر (নতিজার محمول) উল্লেখ থাকে তাকে کبری বলে। যথা উল্লেখিত উদাহরণে "প্রতিটি মানুষ প্রাণী" এটি صغری , কেননা এর মধ্যে اصغر অর্থাৎ 'প্রতিটি মানুষ' কথাটি উল্লেখ আছে এবং "প্রতিটি প্রাণী শরীর বিশিষ্ট" এটি کبری, কেননা এর মধ্যে اکبر অর্থাৎ ' শরীর বিশিষ্ট' কথাটি উল্লেখ আছে। আর قياس এর صغری ও کبری এর মধ্যে اصغر ও اکبر ছাড়া অন্য যে অংশ تکرار বা পুনঃউল্লেখ হয়েছে, তাকে حد اوسط বলে। উল্লেখিত উদাহরণে "প্রাণী" শব্দটি حد اوسط কেননা এই শব্দটি اصغر বা اکبر নয় এবং দুই বার উল্লেখ হয়েছে।

সহজে বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে قیاس এর নকশা দেওয়া হলো-

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">قیاس</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">مقدمہ دوم</td><td colspan="2">مقدمہ اول</td></tr>
<tr><td colspan="2">کبری</td><td colspan="2">صغری</td></tr>
<tr><td>اکبر</td><td>حد اوسط</td><td>حد اوسط</td><td>اصغر</td></tr>
<tr><td>جسم ہے</td><td>ہر جاندار</td><td>جاندار ہے</td><td>ہر انسان</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">نتیجہ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ہر انسان جسم ہے</td><td></td></tr>
</table>

ফায়েদা ঃ قیاس থেকে نتیجه বের করার পদ্ধতি হলো- حد اوسط কে صغری ও کبری উভয় স্থান থেকে حذف (বিলুপ্ত) করে দাও, অতপর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই نتیجه হবে। উপরের নকশাটির প্রতি লক্ষ কর- جاندار যেটি حد اوسط তাকে বিলুপ্ত করার পর শুধু ہر انسان جسم ہے অবশিষ্ট রয়েছে, আর এটাকেই نتیجه বলে।

◙ شکل এর পর্যালোচনা ও প্রকারভেদ ◙

◙ شکل এর পরিচয় ঃ حد اوسط টি اصغر ও اکبر এর পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে قیاس এর যে আকৃতি হয়, তাকে شکل বলে।

◙ شکل সর্বমোট ৪প্রকার। যথা-

(১) حد اوسط যদি صغری এর মধ্যে محمول এবং کبری এর মধ্যে موضوع হয়, তাহলে তাকে شکل اول বলে। উল্লেখিত নকশাটি এর উদাহরণ।

(২) حد اوسط যদি صغری এবং کبری উভয় স্থানে محمول হয়, তাহলে তাকে شکل ثانی বলে। যেমনঃ کوئی پتھر جاندار نہیں এবং ہر انسان جاندار ہے এর نتیجه হলো کوئی پتھر انسان نہیں ।

(৩) حد اوسط যদি صغری এবং کبری উভয় স্থানে موضوع হয়, তাহলে তাকে شکل ثالث বলে। যেমনঃ ہر انسان جاندار ہے এবং بعض انسان لکھنے والے ہیں এর نتیجه হলো بعض انسان لکھنے والے ہیں ।

(৪) حد اوسط যদি صغری এর মধ্যে موضوع এবং کبری এর মধ্যে محمول হয়, তাহলে তাকে شکل رابع বলে। যেমনঃ ہر انسان جاندار ہے এবং بعض جاندار لکھنے والے ہیں এর نتیجه হলো بعض لکھنے والے انسان ہیں

অনুশীলনী

নিম্নে কয়েকটি قیاس উল্লেখ করা হলো, এর মধ্য থেকে حد اوسط ، اکبر

اصغر ، صغرى ও كبرى ، নির্ণয় কর এবং এগুলোর نتيجه উল্লেখ কর।

১। ১.সকল মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন এবং ২.সকল বাকশক্তি সম্পন্ন শরীর বিশিষ্ট। ২। ১.সকল মানুষ প্রাণী এবং ২.কোন প্রাণী পাথর নয়। ৩। ১.কিছু প্রাণী ঘোড়া এবং ২.প্রত্যেক ঘোড়া হ্রেষাধ্বনীকারী। ৪। ১.কিছু মানুষ নামাযী এবং ২.প্রত্যেক নামাযী আল্লাহার প্রীয়। ৫। ১.কিছু মুসলমান দাঁড়ি মুণ্ডনকারী এবং ২.কোন দাঁড়ি মুণ্ডনকারী আল্লাহকে ভয় করে না। ৬। ১.প্রত্যেক নামাযী সেজদাকারী এবং ২.প্রত্যেক সেজদাকারী আল্লাহর অনুগত।[১]

সপ্তম পাঠ

قياس এর প্রকারভেদ

▣ قياس দুই প্রকার। যথা- ১. قياس استثنائى ২. قياس اقترانى

(১) قياس استثنائى : ঐ قياس কে বলে, যে দুটি قضيه দ্বারা গঠিত হবে। এর প্রথমটি قضيه شرطيه হবে এবং উভয় قضيه এর মাঝে ليكن (কিন্তু) উল্লেখ থাকবে। পাশাপাশি نتيجه অথবা نقيض نتيجه উল্লেখ থাকবে। যেমনঃ نتيجه উল্লেখ থাকার উদাহরণ হলো- 'যখন সূর্য্য উদিত হবে, দিন বিদ্যমান

---

[১]. (১) ১صغرى ২كبرى , সকল মানুষ اصغر, শরীর বিশিষ্ট اكبر, বাকশক্তি সম্পন্ন حد اوسط, সকল মানুষ শরীর বিশিষ্ট نتيجه । (২) ১صغرى ২كبرى, মানুষ اصغر, পাথর নয় اكبر, প্রাণী حد اوسط, কোন পাথর মানুষ নয় نتيجه । (৩) কিছু প্রাণী اصغر, হ্রেষাধ্বনীকারী اكبر, ঘোড়া حد اوسط এর نتيجه কিছু প্রাণী হ্রেষাধ্বনীকারী। (৪) কিছু মানুষ اصغر, আল্লাহর প্রীয় اكبر, নামাযী حد اوسط, এর نتيجه হলো কিছু মানুষ আল্লাহর প্রীয়। (৫) কিছু মুসলমান اصغر, আল্লাহকে ভয় করে না اكبر, দাঁড়ি মুণ্ডনকারী حد اوسط, এর نتيجه কিছু মুসলমান আল্লাহকে ভয় করে না। (৬) প্রত্যেক নামাযী اصغر, আল্লাহর অনুগত اكبر, সেজদাকারী حد اوسط, এর نتيجه হলো প্রত্যেক নামাযী আল্লাহর অনুগত।

হবে' 'কিন্তু সূর্য্য বিদ্যমান আছে' 'অতএব, দিনও বিদ্যমান আছে'। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাবো যে, আলোচ্য قياس টির মধ্যে হুবহু نتيجه উল্লেখ আছে। আর نقيض نتيجه উল্লেখ থাকার উদাহরণ হলো- 'যখন সূর্য্য উদিত হবে, দিন বিদ্যমান হবে' 'কিন্তু দিন বিদ্যমান নেই' 'অতএব, সূর্য্য বিদ্যমান নেই'। লক্ষ করলে দেখা যায় এ قياس টির মধ্যে نقيض نتيجه অর্থাৎ 'সূর্য্য উদিত হবে' কথাটি উল্লেখ আছে।

(২) قياس اقترانى ঃ ঐ قياس কে বলে, যে দুটি قضيه দ্বারা গঠিত হবে। তবে তার মধ্যে ليكن, نتيجه বা نقيض نتيجه কোনটিই উল্লেখ থাকবে না। যেমনঃ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী এবং প্রত্যেক প্রাণী শরীর বিশিষ্ট সুতরাং প্রত্যেক মানুষও শরীর বিশিষ্ট। লক্ষ কর- এ উদাহরণে نتيجه এর অংশ انسان এবং جسمটি قياس এর মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ আছে কিন্তু نتيجه বা نتيجه نقيض এর কোনটি উল্লেখ নেই, আর ليكن শব্দটিও নেই।

অষ্টম পাঠ

استقراء ও تمثيل এর পর্যালোচনা

▣ استقراء এর পরিচয় ঃ কোন كلى এর جزئيات এর মধ্যে অনুসন্ধান করে প্রায় প্রতিটি جزئى এর মধ্যে কোন বিশেষ গুণের সন্ধান পাওয়ার পর كلى এর সকল افراد এর উপর উক্ত বিশেষ গুণের হুকুম সাব্যস্ত করাকে استقراء বলে। যদিও কোন جزء এমন থাকে যার মধ্যে বিশেষ গুণটি নেই। যেমনঃ 'দিল্লীর অধিবাসী'। একটি كلى, এর جزئيات হলো দিল্লী শহরে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, তাদের প্রায় লোকই বুদ্ধিমান। তখন প্রতিটি جزء এর উপর এ হুকুম লাগিয়ে বলা হলো যে, দিল্লীর সকল

অধিবাসী বুদ্ধিমান। তবে استقراء কখনোই يقين বা দৃঢ়তার ফায়দা দেয় না। কেননা, হতে পারে অনুসন্ধানের বাহিরে দিল্লীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে, যার বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

▣ تمثيل এর পরিচয় ঃ কোন নির্দিষ্ট جزء এর মধ্যে তুমি কোন একটি হুকুম দেখতে পেলে। অতপর এর 'কারণ' অনুসন্ধান করলে। অর্থাৎ বিশেষ এ جزء এর মধ্যে হুকুমটি কি কারণে লাগানো হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করলে। গবেষণার ফলে 'কারণ' পেয়ে গেল। অতপর ঐ 'কারণ' অন্য একটি বস্তুর মধ্যেও দেখতে পেয়ে হুকুমটি সেখানেও প্রয়োগ করে দিলে, একেই تمثيل বলে। যেমনঃ তুমি দেখতে পেলে যে, 'মদ হারাম' তখন তুমি মদ হারাম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারলে যে, মদ হারাম হওয়ার কারণ হলো 'মদ নেশা সৃষ্টি করে'। অতঃপর তুমি গাজার মধ্যেও এই 'নেশা' সৃষ্টির কারণ পেয়ে গাজার উপর তুমি হারামের হুকুম লাগিয়ে দিলে। এটাকেই تمثيل বলে।

উপরের আলোচনা থেকে ৪টি বিষয় জানা গেল। যথাক্রমে-

১। যে বস্তুর মধ্যে حكم পাওয়া যায়, কে اصل বা مقيس عليه বলে।

২। اصل এর মধ্যে বিদ্যমান বিধি-বিধান, কে حكم বলে।

৩। حكم এর 'কারণ', যা তুমি গবেষণা করে বের করেছ, তাকে علت বলে।

৪। অন্য যে বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে এ علت পেয়ে হুকুম আরোপ করেছো, সে বস্তু বা বিষয়কে مقيس বা فرع বলে।

নিম্নে নকশার মধ্যে সহজে বুঝে নাও

مقيس বা فرع	علت	حكم	مقيس عليه বা اصل
بهنگ	نشه	حرام هونا	شراب

প্রকাশ থাকে যে, تمثيل দ্বারাও يقين বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় না।

কেননা مقيس عليه এর যে علت তুমি বের করেছো, হতে পারে সেটি এ حكم এর যথার্থ علت নয়।

নবম পাঠ

دليل لمى ও انّى এর আলোচনা

জ্ঞাতব্যঃ قياس এর দুই قضيه মেনে নেওয়ার দ্বারা نتيجه সম্পর্কে যে علم অর্জন হয়, তা حد اوسط এর কারণে হয়। যেমন ঃ প্রতিটি মানুষ প্রাণী এবং প্রতিটি প্রাণী শরীর বিশিষ্ট। এই দুই مقدمه দ্বারা জানা গেল যে, 'প্রতিটি মানুষ শরীর বিশিষ্ট'। এটি حد اوسط অর্থাৎ প্রাণী শব্দটির কারণে হয়েছে। অন্যথায় قياس এর মধ্যে সেটি ছাড়া অন্য কোন শব্দ এমন নেই যার দ্বারা এ জ্ঞান অর্জন হতে পারে। সুতরাং জানা গেল যে, اكبر কে اصغر এর জন্যে সাব্যস্ত করে যে জ্ঞান অর্জন হয় তার علت হলো حد اوسط । (اكبر হলো نتيجه এর محمول আর اصغر হলো نتيجه এর موضوع)।

দলীল লিম্মী (دليل لمى) এর পরিচয় ঃ উল্লেখিত উদাহরণে حد اوسط যেভাবে نتيجه সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের علت হয়েছে, তেমনিভাবে "যদি বাস্তবে اكبر কে اصغر এর জন্যে সাব্যস্ত করতে حد اوسط টি علت হয়, তাহলে তাকে دليل لمى বলা হবে"। যেমন ঃ 'পৃথিবী কিরণময়' এবং 'প্রত্যেক কিরণময় বস্তু আলোকিত' সুতরাং পৃথিবী আলোকিত। লক্ষ করার বিষয় হলো, এই উদাহরণে যেভাবে 'পৃথিবী কিরণময়' হওয়ার দ্বারা 'পৃথিবী আলোকিত' হওয়ার জ্ঞান অর্জন হয়েছে। তেমনিভাবে বাস্তবেও 'কিরণময়' হওয়াটা 'আলেকিত' হওয়ার কারণ বা علت । কেননা কিরণের কারণে আলোকিত হয়, কিন্তু আলোকিত হওয়ার কারণে কিরণ হয় না।[১]

দলীল ইন্নী (دليل انى) এর পরিচয় ঃ যদি حد اوسط কেবল জ্ঞানগত তথা علامت

---

[১]. دليل لمى দ্বারা কোন কিছু সাব্যস্ত করা হলে, তাকে تعليل বলে, আর دليل انى দ্বারা কোন কিছু সাব্যস্ত করা হলে, তাকে استدلال বলে।

নির্ভর علت হয়, বাস্তবে সে اكبر কে اصغر এর জন্যে সাব্যস্ত করার علت নয়, তাহলে তাকে دليل ان বলে। যেমন ঃ কেউ বলল- 'পৃথিবী আলোকিত' এবং 'প্রত্যেক আলোকিত বস্তু কিরণময়' সুতরাং পৃথিবী কিরণময়। এ উদাহরণে 'পৃথিবী আলোকিত' হওয়ার দ্বারা 'পৃথিবীর কিরণময়তা' সম্পর্কে ধারনা হয়েছে। অথচ বাস্তবে কিন্তু 'কিরণময়' হওয়ার علت 'আলোকিত' হওয়া নয়, বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ উলটা। (অর্থাৎ বাস্তবে 'আলোকিত হওয়ার কারণে কিরণময় হয় না; বরং কিরণময় হওয়ার কারণে আলোকিত হয়'। তবে উদাহরণে এমনটি করা হয়েছে কেন? উত্তর: دليل ان এর علت জ্ঞানগত তথা علامت নির্ভর হয়, তা বুঝানোর জন্যে। যা ইতিপূর্বে دليل ان এর সংজ্ঞার মধ্যে বুঝা গেছে)।[১]

দশম পাঠ

ماده قياس এর পর্যালোচনা

জেনে রাখা আবশ্যক যে, প্রত্যেক قياس এর দুটি দিক রয়েছে, যথা- ১. صورت قياس (কিয়াসের আকৃতি) ২. ماده قياس (কিয়াসের মৌলিক উপাদান)

---

[১]. دلي لمى এবং دليل ان এর সহজ পরিচয়ঃ دليل لمى হলো- বাস্তব সম্মত কোন علت দ্বারা حكم সাব্যস্ত করা। আর دليل ان হলো- علامت দেখে কোন حكم সাব্যস্ত করা। সহজ উদাহরণ ঃ 'আগুন' ধোঁয়ার علت । আর 'ধোঁয়া' আগুনের علامت । ইটেরভাটায় আগুন জ্বালালে তার ধোঁয়া চুল্লি দিয়ে উপরে বরে হয়ে যায়। সাধারণত: এই ধোঁয়া নজরে পড়ে না। কিন্তু আমরা আগুন দেখে নিশ্চিতে বলি যে, আগুন যেহেতু আছে, তখন ধোঁয়া অবশ্যই আছে। এখানে ধোঁয়া সাব্যস্তের জন্যে আগুন বাস্তবসম্মত علت । এটাকে বলে دليل لمى । কিন্তু কখোনো চুল্লি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, আগুন দেখা যায় না। তখনও বলা যায় যে, ধোঁয়া যখন আছে, তখন আগুন অবশ্যই আছে। এখানে আগুন সাব্যস্তের জন্যে ধোঁয়া জ্ঞানগত বা علامت গত علت । এটাকে বলে دليل ان ।

(১) صورت قياس (কিয়াসের আকৃতি) ঃ হলো, قياس এর ঐ আকৃতি যা قياس এর مقدمات সাজানো ও حد اوسط কে বিন্যস্ত করা দ্বারা অর্জিত হয়।

(২) مادہ قياس (কিয়াসের মৌলিক উপাদান) ঃ قياس এর ঐ বিষয় বস্তু ও মর্মার্থ কে বলে, যা مقدمات এর মধ্যে নিহিত থাকে। অর্থাৎ, এই مقدمات গুলো يقيني না ظني ইত্যাদি বিষয় সমূহ। সুতরাং مادہ এর দিক দিয়ে قياس পাঁচ প্রকার। যথা- ১. قياس برهانى ২. قياس جدلى ৩. قياس خطابى ৪. قياس شعرى ৫. قياس سفسطى

(১) قياس برهانى ঃ ঐ قياس কে বলে, যা مقدمات يقينيه দ্বারা গঠিত হয়। তবে مقدمات গুলো بديهىও হতে পারে আবার نظرىও হতে পারে। যেমন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল আর আল্লাহর সকল রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক, সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করাও আবশ্যক।

◙ প্রসঙ্গত আলোচনা - بديهيات ও তার প্রকারভেদ

◙ بديهيات এর পরিচয় ঃ بديهى এমন বিষয় যা চিন্তা গবেষণা ব্যতীতই অর্জিত হয়। তথা স্পষ্ট বা প্রকাশ্য বিষয়।

◙ بديهيات এর প্রকারভেদ ঃ بديهيات মোট ছয় প্রকার। যথা- ১. اوليات ২. فطريات ৩. حدسيات ৪. مشاهدات ৫. تجربات ৬. متواترات

[১] اوليات ঃ ঐ সকল قضيه কে বলে, যার موضوع ও محمول মনে উদয় হওয়া মাত্রই জ্ঞান তা গ্রহণ করে, কোন প্রকার দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যেমন كل তার جز থেকে বড়।

[২] فطريات ঃ ঐ সকল قضيه কে বলে, যা মস্তিস্কে উদয় হওয়ার সময় তার দলীল-প্রমাণও মনে জাগ্রত থাকে, অদৃশ্য থাকেনা। যেমন ঃ চার জোড় এবং তিন বেজোড়। এখানে চার জোড় হওয়ার যুক্তি বা দলীল "সম দুই অংশে বিভক্ত হওয়া" চারের সাথে একত্রেই যেহেনে উপস্থিত হয়।

[৩] حدسيات ঃ ঐ সমস্ত قضيه কে বলে, যা বলা মাত্রই তার যুক্তি-প্রমাণের দিকে মন ধাবিত হয় বটে; কিন্তু کبری-صغری মিলানোর প্রয়োজন হয় না। যেমন ঃ কোন বিজ্ঞ মুফতীর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো যে, কূপের ভিতর ইদুঁর পড়েছে। এখন কত বালতি পানি ফেলতে হবে? তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিলেন 'ত্রিশ বালতি'। সুতরাং ত্রিশ বালতি ফেলে দেয়ার এ قضيه টিকে حدسی বলে। কেননা এ উত্তর দেওয়ার সময় মুফতী সাহেবের যেহেন দলীলের দিকে ঝুকেছে, কিন্তু کبری-صغر মিলানোর প্রয়োজন হয়নি।

[৪] مشاهدات ঃ ঐ সকল قضيه কে বলে, যার মধ্যে حواس ظاهره বা حواس باطنه দ্বারা حكم আরোপ করা হয়।[১] যেমন ঃ 'সূর্য্য আলোকিত' এ حكم চোখে দেখে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আমাদের যখন ক্ষুধা-পিপাসা লাগে, তখন তার حكم আমরা حواس باطنه দ্বারা দিয়ে থাকি।

[৫] تجربات ঃ ঐ সকল قضيه কে বলে, যা কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করে عقل তার উপর حكم আরোপ করে। যেমন ঃ তুমি বানফ্শাঃ২ ফুলের কার্যকারিতা কয়েক বার দেখেছ যে, বানফ্শাঃ ফুলে সর্দির উপষম হয়। তখন সার্বিকভাবে حكم লাগালে যে, বানফ্শাঃ ফুল সর্দি রোগে উপকারী।

[৬] متواترات ঃ ঐ সমস্ত قضيه কে বলে, যা নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার حكم এমন সংখ্যক মানুষের কথা এবং এতো অধিক সংখ্যক সংবাদের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে যে, সবগুলোকে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়। যেমন ঃ 'কলিকাতা একটি বড় শহর' এ قضيه টির বিশ্বাসযোগ্যতা এতো অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ও সংবাদের দ্বারা প্রমাণিত। যার সবগুলো মিথ্যা বলা যায় না।

---

[১]. حواس ظاهره অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর তা ৫টি একত্রে পঞ্চেন্দ্রিয় বলে, যথা- যিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক। আর حواس باطنه অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়। যথা- মন, মস্তিস্ক, হৃদয়।

[২]. এক প্রকার বেগুনী রঙ্গের ফুল, এটি ঔষদের একটি উপাদান।

(২) قياس جدلى ঃ ঐ قياس কে বলে, যা প্রসিদ্ধ কোন مقدمات বা বিশেষ কোন দলের মেনে নেওয়া مقدمات দ্বারা গঠিত। তবে তা সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। যেমন ঃ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস- জীব হত্যা জঘন্য অপরাধ, আর প্রত্যেক জঘন্য অপরাধ বর্জনীয়, সুতরাং জীব হত্যা বর্জনীয়।

(৩) قياس خطابى ঐ قياس কে বলে, যা এমন কিছু مقدمات দ্বারা গঠিত, যে গুলো সাধারণত: সঠিক হয়ে থাকে। যেমন ঃ কৃষিকাজ উপকারী, আর প্রত্যেক উপকারী কাজ গ্রহণীয়, সুতরাং কৃষিকাজ গ্রহণীয়।

(৪) قياس شعرى ঐ قياس কে বলে, যা সাধারণত: ধারনা প্রসূত مقدمات দ্বারা গঠিত। প্রকৃত পক্ষে তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। যেমন ঃ যায়েদ চাঁদের মত, আর চাঁদ আলোকিত, সুতরাং যায়েদ আলোকিত।

(৫) قياس سفسطى ঐ قياس কে বলে, যা কল্পিত ও মিথ্যা مقدمات দ্বারা গঠিত। যা অমূলক ও অবান্তর। যেমন ঃ প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তু ইংঙ্গিত উপযোগী, আর ইঙ্গিত উপযোগী বস্তু শরীর বিশিষ্ট, সুতরাং প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তু শরীর বিশিষ্ট। অথবা ঘোড়ার ছবি লক্ষ করে কেউ বলল- এটি একটি ঘোড়া, আর প্রত্যেক ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে, সুতরাং ছবির এ ঘোড়াও হ্রেষাধ্বনি করে।

এই قياس সমূহের মধ্যে কেবল قياس برهانى ই গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কেতাবটিতে আলোচনার তিনটি পর্যায়ে ইলমে মানতেকের পরিভাষার প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে-

تصورات এর অধ্যায়ে পরিভাষা -	৪৫টি।
قضايه ও الفاظ مصطلحات এর -	৩৭ টি।
কিতাবের শেষ পর্বে এসে-	২৮ টি।
সর্বমোট-	১১৯ টি।

এ সকল পরিভাষা সমূহ ভালোভাবে মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করলে ইনশা আল্লাহ মানতেকের বড় বড় কিতাব ও তার আলোচনা সহজে বুঝে আসবে।

এক নজরে ইলমে মানতিকের পরিভাষার সংক্ষিপ্ত নকশা

قضية

قضية شرطية .২ قضية حملية .১

مهمله .৪ محصوره .৩ طبعية .২ مخصوصه .১

سالبه جزيئه .৪ سالبه كليه .৩ موجبه جزيئه .২ موجبه كليه .১

منفصله .২ متصله .১

اتفاقيه .২ لزوميه .১

مانعة الخلو مانعة الجمع حقيقية

عنادية اتفاقية عنادية اتفاقية اتفاقية عنادية

احكم القضايا

عكس نقيض عكس مستوى تناقض

شرائط تناقض

اختلاف فى الكيف والكم اختلاف فى جهة وحدة ثمانية

وحدت الشرط وحدت القوة وفعل وحدت جزء وكل وحدت اضافت وحدت زمان وحدت مكان وحدت مهمول وحدة موضوع

شكل

شكل رابع (৪) شكل ثالث (৩) شكل (২) شكل اول (১)

قياس

ماده قياس .২ صورت قياس .১

قياس سفسطى .৫ قياس شعرى .৪ قياس خطابى .৩ قياس جدلى .২ قياس برهانى .১

بديهيات

متواترات .৬ تجربات .৫ مشاهدات .৪ حدسيات .৩ فطريات .২ اوليات .১

والله الموفق وهو يهدى السبيل ٢٢ رمضان المبارك ١٤٣٠ هـ